মূল্য ঃ ৭.০০ টাকা মাত্র

গৌড়ীয় মিশন (রেজিষ্টার্ড) হইতে প্রকাশিত

শ্রীভক্তিপত্র

পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

৫২ বর্ষ ❀ ৭ম সংখ্যা ❀ শ্রীনিত্যানন্দ সংখ্যা
মাঘ, ১৪২১ ❀ ফেব্রুয়ারী, ২০১৫

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস
১০৮ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ পরিব্রাজক গোস্বামী মহারাজ

গৌড়ীয় মিশনের শুদ্ধ ভক্তি-মঠ ও প্রতিষ্ঠান সমূহ

১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ (রেজিঃ হেড অফিস) বাগবাজার
কলকাতা-3 ফোন-2554-4155, 2543-1387
e-mail :- gaudiya@gaudiyamission.org
visit us : www.gaudiyamission.org
২। শ্রীবৃহদ্-মৃদঙ্গ ভাগবত যন্ত্রালয়, ৩। পরাবিদ্যাপীঠ,
৪। গৌড়ীয় মিশন গ্রন্থ মন্দির, ৫। গৌড়ীয় মিশন দাতব্য চিকিৎসালয়
৬। শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গৌড়ীয় মঠ, গোদ্রুম,
পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া-741315, ফোনঃ-034722-48218
৭। শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গ্রন্থ মন্দির
৮। শ্রীকুঞ্জকুটীর, বেলেডাঙ্গার মোড়, পোঃ কৃষ্ণনগর,
নদীয়া-741104 ফোনঃ-256920 STD-03472
৯। শ্রী প্রপন্নাশ্রম মঠ, পোঃ আমলাজোড়া,
বর্দ্ধমান-713212 ফোনঃ-2520-358 STD-0343
১০। শ্রীভাগবত-জনানন্দ মঠ, চিরুলিয়া, পোঃ মহেশপুর, মেদিনীপুর (পূর্ব),
পিন-৭২১৪৫২, মো ঃ ৭৬০২৯৯৭৬৮৫, ৯০০২৫৯৭৫৯৬
১১। শ্রীভাগবত আশ্রম, কুলুশীর্ষা, কুড়মিঠা, বীরভূম (প.ব.)
১২। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, চটক পর্বত, গৌরবাটসাহী
পোঃ পুরী-752001(উড়িষ্যা), মো ঃ ০৯৮৬১৩৬৯৪১৭
১৩। আর্তাশ্রম, পুরী, ১৪। গৌড়ীয় মিশন দাতব্য ঔষধালয়, ঐ
১৫। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, গৌড়ীয় মিশন রোড, উড়িয়া বাজার,
কটক-753001 ফোন ঃ-2420432 STD 0671
১৬। পরমার্থী প্রিন্টিং প্রেস, ঐ
১৭। শ্রী ব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ, আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি,
পুরী, পিন-752011 ফোন-235606 STD-06752
১৮। আর্তাশ্রম, আলালনাথ, ঐ
১৯। শ্রী চৈতন্যপাদপীঠ, যাজপুর, পোঃ যাজপুর উড়িষ্যা
২০। শ্রীমাধবেন্দ্র গৌড়ীয় মঠ, রেমুণা, বালেশ্বর-756019
উড়িষ্যা মো ঃ 096920 22603
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পথ, মিঠাপুর,
পাটনা-800001 (বিহার) ফোন-2240854 STD-0612
২২। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, গৌতমবুদ্ধ রোড, গয়া-823001 বিহার
ফোন-2225116 STD-0631 মো ঃ ০৯৪৩০৬৩৮৯৮৪
২৩। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ, 77 নং তুলারামবাগ এলাহাবাদ-211006
(ইউ. পি.), মো ঃ-09451179811, 08005333259
২৪। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ, 8/17 বড়গম্ভীর সিং,
বারাণসী- 221001 ফোন ঃ-2275-952 STD-0542
২৫। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ, কিশোরপুরা, বৃন্দাবন, মথুরা-281121
ফোন-2444153, STD-0565, মোঃ-০৮৭৫৫৫০৮৪১৩
২৬। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, মতিনগর, লক্ষ্ণৌ-226004
ফোন ঃ-2692314 STD-0522
২৭। শ্রীভক্তিকেবল ঔডুলোমি গৌড়ীয় মঠ, সুভাষনগর,
মোগলসরাই (ইউ. পি.), পিন-২৩২১০১,
ফোন-256022 STD-05412
২৮। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, F 1/1, হাউজ খাস, নিউ দিল্লী
পিন-110016, ফোন-26868743, STD-011
e-mail : gaudiyamath.delhi@gmail.com
২৯। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, গান্ধীনগর, বান্দ্রা (পূর্ব)
মুম্বাই-400051, ফোন-26591212 STD-022
e-mail : gaudiyamission.mumbai@gmail.com
৩০। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ, পোঃ কুরুক্ষেত্র, জেলা কুরুক্ষেত্র,
হরিয়ানা-136118, ফোন-291709, STD-01744
৩১। শ্রীরাধাগোবিন্দ গৌড়ীয় মঠ, লালা, হাইলাকান্দি
আসাম-788163, ফোন-244-484, STD-03844
৩২। শ্রীগৌরগোবিন্দ গৌড়ীয় মঠ, বাসুদেবপুর, পোঃ খঞ্জনচক
হলদিয়া, পূর্ব মেদিনীপুর। মোঃ - 9434345435
৩৩। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, গ্রাম-শিংপুর, পোঃ-বাদলপুর, থানা-সবং
পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১১৬৬, মোঃ - 9635185495
৩৪। শ্রীরাধাকুঞ্জ গৌড়ীয় মঠ, কোনই রোড,
পোঃ- রাধাকুণ্ড, জেলা-মথুরা, (U.P.),
পিন-281504, মোঃ 09454875061, 08979369504
৩৫। গৌড়ীয় মিশন, Little Bird Academy-র সন্নিকটে,
গ্রাম-উদালবাক্রা, পোঃ-লাল গণেশ, কামরূপ মেট্রো,
গুয়াহাটী-৭৮২১০৩৪, মোঃ ০৯৭০৬৫২৭২৩১
৩৬। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, হেমন্ত মুখার্জী সরনি, ওয়ার্ড নং ৩০, দেশবন্ধু
পাড়া, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০৪, মোঃ ০৯২৩৯৮৮০০৭৫
৩৭। শ্রীবাসুদেব গৌড়ীয় মঠ, 27 ক্রানহার্ষ্ট রোড
লণ্ডন N.W.2 4LJ UK. ফোন-0044-208-4522733
৩৮। শ্রীভক্তি শ্রীরূপ ভাগবত গৌড়ীয় মঠ, ১৮০ ফুল্টন এভিনিউ,
রচেষ্টার, নিউইয়র্ক-14613, U.S.A. ফোন-0015854588053
e-mail :- gaudiyamissionusa@gmail.com

প্রবন্ধ-সূচী

	প্রবন্ধের নাম	লেখক	পত্রাঙ্ক
১।	সারকথা	গৌড়ীয় হইতে সংগৃহীত	৩
২।	শ্রীভক্তিবিনোদ গৌর-বাণী ও শ্রীল প্রভুপাদের বাণী	দৈনিক নদীয়া প্রকাশ হইতে সংগৃহীত	৪
৩।	আমরা শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্ত্তনের পুজারী	শ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ পরিব্রাজক গোস্বামী মহারাজ	৫
৪।	দোল এলে মন দোল	শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ	৭
৫।	মেরা ভারত মহান	শ্রীপাদ ভক্তিস্নাত সজ্জন মহারাজ	৮
৬।	শ্রীগৌরজন্মোৎসবের আনন্দে মাতুন	শ্রীসদানন্দ দাস ব্রহ্মচারী	১১
৭।	পূর্ণিমা-প্রশস্তি	গৌড়ীয় হইতে সংগৃহীত	১২
৮।	অবধূতোপাখ্যান	গৌড়ীয় হইতে সংগৃহীত	১৩
৯।	গৌড়ীয় দর্শনে 'দর্শন'	শ্রীপাদ ভক্তিনিষ্ঠ মধুসূদন মহারাজ	১৪
১০।	বাংলাদেশ প্রচার প্রসঙ্গ	শ্রীসদানন্দ দাস ব্রহ্মচারী	১৫
১১।	উত্তরবঙ্গে শিলিগুড়িস্থিত শ্রীগৌড়ীয় মঠের নবনির্মিত শ্রীমন্দিরের শুভ দ্বারোদ্‌ঘাটন	শ্রীপাদ ভক্তিস্বরূপ নারায়ণ মহারাজ	১৭
১২।	আমলাজোড়া মঠে কম্বল বিতরণ শিবির ও স্বাস্থ্য শিবির	—	১৯

শ্রী শ্রী গুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ
বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার পাত্ররাজ-প্রবর
শ্রীশ্রী স্বরূপ-রূপানুগ ধর্মপালক-প্রচারক শ্রীমদ্‌গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক সংরক্ষক নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের বিশেষ কৃপাপ্রাপ্ত নিত্যলীলা
প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজ ও নিত্যলীলা প্রবিষ্ট
ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি-শ্রীরূপ ভাগবত মহারাজের কৃপাশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত
**গৌড়ীয় মিশনের বর্তমান পাত্ররাজ ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি সুহৃদ্ পরিব্রাজক
মহারাজের নিয়ামকত্বে পরিচালিত পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা।**
**(নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজের
কৃপাশীর্ব্বাদে ইং ১৯৬৩ সনে প্রথম প্রকাশিত)**

শ্রীভক্তি-পত্র

**"ভক্তিযোগ, ভক্তিযোগ, ভক্তিযোগ ধন।
ভক্তি এই—কৃষ্ণ-নাম-স্মরণ-ক্রন্দন ॥"
—শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর**

**"ভক্তিবিনা কোন সাধন দিতে নারে ফল।
সব ফল দেয় ভক্তি স্বতন্ত্র প্রবল ॥"
—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী**

৫২ বর্ষ ❁ ৭ম সংখ্যা ❁ শ্রীনিত্যানন্দ সংখ্যা ❁ মাঘ, ১৪২১ ❁ ফেব্রুয়ারী, ২০১৫

সারকথা

প্রভুর জীব-উদ্ধার কি কি প্রকার?

সর্ব্ব-লোক উদ্ধারিতে গৌর-অবতার।
নিস্তারের হেতু তার ত্রিবিধ প্রকার ॥
সাক্ষাৎ-দর্শন, আর যোগ্যভক্ত-জীবে।
আবেশ করয়ে কাঁহা, কাঁহা 'আবির্ভাবে' ॥
(চৈঃ চঃ অন্ত্য ২।৩-৪)

গৌরনাগরবাদ নিরস্ত কেন?

স্ত্রী-নাম শুনি' প্রভুর বাহ্য হইলা।
পুনরপি সেইপথে বাহুড়ি' চলিলা ॥
প্রভু কহে "গোবিন্দ, আজি রাখিলা জীবন।
স্ত্রী-পরশ হৈলে আমার হইত মরণ" ॥
(চৈঃ চঃ অন্ত্য ১৩।৮৪-৮৫)

মনোময়ী অর্চ্চার মানসপূজা কিরূপ?

ঝড়ু-ঠাকুর ঘর যাই' দেখি' আম্রফল।
মানসেই কৃষ্ণচন্দ্রে অর্পিলা সকল ॥
কলার পাটুয়া-খোলা হৈতে আম্র নিকশিয়া।
তার পত্নী তাঁরে দেন খায়েন চুষিয়া ॥
(চৈঃ চঃ অন্ত্য ১৬।৩৩-৩৪)

শুদ্ধবৈষ্ণবের স্বভাব কি?

প্রভু কহে,—রামানন্দ বিনয়ের খনি।
আপনার কথা পরমুখে দেন আনি' ॥
মহানুভবের এই মত 'স্বভাব' হয়।
আপনার গুণ নাহি আপনে কহয় ॥
(চৈঃ চঃ অন্ত্য ৫।৭৭-৭৮)

শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর-বাণী

''কেবল অসৎসঙ্গ ত্যাগ করিলেই যথেষ্ট হইবে না। যত্নপূর্ব্বক সৎসঙ্গ করাই আমাদের কর্ত্তব্য''।

—'সাধুসঙ্গের প্রণালী-বিচার,' সসঙ্গিনী (ক্ষেত্রবাসিনী) সজ্জনতোষণী ১৫।২

''যাঁহার বৈষ্ণব-সঙ্গ করিতে হইবে, তিনি আপনা হইতে শ্রেষ্ঠতর বৈষ্ণবকে অন্বেষণ করিয়া লইবেন।''

—শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ১০ম পঃ

''সাধুগণ চিরদিনই জগতে আছেন, কেবল অসাধুগণ তাঁহাদিগকে চিনিতে পারে না বলিয়া সাধুসঙ্গ দুর্ল্লভ হয়।''

—জৈবধর্ম্ম ৭ম অঃ

''নৈতিক উপদেশ বা আস্তিকতা-স্থাপন মাত্রই মহাপ্রভুর প্রচারের শেষ কথা নহে, পরন্তু সহজ ভগবৎপ্রীতির চরম কথা মহাপ্রভু জানাইয়াছেন, অর্থাৎ সমস্ত আচার্য্যের শ্রেষ্ঠ কথাগুলি মহাপ্রভুর শিক্ষার মধ্যেই আশ্রিতভাবে ক্রোড়ীভূত হইয়া রহিয়াছে।'' —সরস্বতী-সংলাপ ১০৪ পৃঃ

''আমার গুরুদেব আমাকে বহুবার বলিয়াছেন,—লোককে ভোগা দিয়া আপনি হরিভজন করুন। আমাদের এ রকম মহান্ গুরুদেবের পাদপদ্মের নিকটে বসিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল।'' —সরস্বতী-সংলাপ ১২৫ পৃঃ

''অচিরেই ৫০ লক্ষ লোক আসিতেছেন; —যাহারা মহাপ্রভুর কথা জগতের সর্ব্বত্র প্রচার করিবেন।''

—সরস্বতী-সংলাপ ১৩০ পৃঃ ❑

শ্রীল প্রভুপাদের বাণী

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরূপগোস্বামী প্রভুকে সকল শক্তি অর্পণ করিয়াছেন, সেই শ্রীরূপপ্রভু ও শ্রীরূপানুগ প্রভুগণের চরণে মহাপ্রভুর সঞ্চারিত কৃপাশক্তি অন্তরের সহিত ভিক্ষা করিবেন। বিশেষতঃ শ্রীহরিনাম-প্রভুর নিকট তাঁহার সেবার জন্য হৃদয়ের সহিত যোগ্যতার প্রার্থনা করিবেন। নাম-প্রভু নামী-প্রভু হইয়া আপনার হৃদয়ে বিরাজ করিবেন।

—''পত্রাবলী'', শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪২৯

সঙ্গই মানবজীবনে প্রধান হরিভজনের বৃত্তি। অবৈষ্ণব-সঙ্গক্রমে জীবের সংসারে উন্নতি, আর সাধুসঙ্গ-প্রভাবে *** আত্মা উত্তরোত্তর হরিসেবায় প্রমত্ত হয়। মানব-জীবনে উহাই একটি সর্ব্বপ্রধান অবলম্বন। তাহাতে বিমুখ হইবেন না। সঙ্গ-বঞ্চিত হইয়া আমরা বৃথা জীবন কাটাই-তেছি। অন্যান্য কার্য্য হরিসেবার পরিবর্ত্তে স্থান অধিকার করিতেছে।

—পত্রাবলী, ৩০শে সেপ্টেম্বর; ১৯২১

সর্ব্বদা শ্রবণ, কীর্ত্তন করিবেন; মহাজন-গ্রন্থ ও 'গৌড়ীয়' পাঠ করিবেন, তাহা হইলে সিদ্ধান্তগ্রহণ-বিষয়ে আলস্য থাকিবে না। —পত্রাবলী, ৫ই আগষ্ট, ১৯২৬

Devotion and Love এর Church (শুদ্ধভক্তি ও কৃষ্ণপ্রেমের প্রচার-কেন্দ্র) ভারতের সর্ব্বত্র হওয়া আবশ্যক আপনাদের বোধ হয় স্মরণ আছে, মহাপ্রভুর বাণী—

''পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম।
সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম ॥''

—পত্রাবলী, ২৪শে কার্ত্তিক, ১৩৩৩

''নৈমিত্তিক কারণোপলক্ষণে বিষ্ণুভক্তের প্রতি বিদ্বেষ ও উপহাসাদি করিলেই মানবের ব্রহ্মণ্যবদান্যতা ও কৃষ্ণানুগত্য বিনষ্ট হয়। সুজন এবং প্রকৃত ব্রাহ্মণের প্রতি অবজ্ঞা ও উপহাসাদি সকল সদ্‌গুণের সংহারক। যে-স্থলে ভক্তের অমর্য্যাদা হয়, সে-স্থলে ভগবান্ তাঁহার আত্মীয়গণের প্রতিও বিরূপ হন এবং বৈষ্ণববিদ্বেষীর সংহারের ব্যবস্থা করেন।'' —(ভাঃ ১১।৮—বিবৃতি)

''শ্রীগৌরসুন্দরের ইচ্ছায় মিছাভক্ত-সম্প্রদায় পরস্পর প্রতিষ্ঠাশার ভাগবাটোয়ারা ও কনককামিনীর অংশ-নির্দ্দেশ লইয়া এরকাবনের শর-সংগ্রহ রূপ মিছাভক্তি-শর-দ্বারা কামবাণে আচ্ছন্ন হইয়া আত্মবিনাশ সাধন করিবেন অর্থাৎ নিত্যকৃষ্ণবৈমুখ্যই লাভ করিবেন।''

—(ভাঃ ১১।১।১৫—বিবৃতি)

''বর্ণধর্ম্মে অবস্থিত জনগণ বর্ণবহির্ভূত সমাজের গুরু। বর্ণিগণের গুরু ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণের গুরু বৈষ্ণব ধর্ম্মরক্ষাকর্ত্তা—আচার্য্য। যেখানে আচার্য্যপ্রভুর নিন্দা, সেইস্থান পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য; সমর্থ হইলে নিন্দুক-জিহ্বা অপসারিত করিবে; অসমর্থ হইলে হৃদয়ের দুঃখে মরিয়া যাইবে।-(ভাঃ ৪।৪।১৭—বিবৃতি)

আমরা শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্ত্তনের পূজারী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ পরিব্রাজক গোস্বামী মহারাজ প্রদত্ত ভাষণ (শ্রীল গোস্বামীপাদ)

স্থান—শ্রীরূপ গৌড়ীয় মঠ, এলাহাবাদ। তাং ০৮/১২/২০১৩

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল গুরুবর্গের কৃপায় আজ আমরা যে স্থানে উপনীত হয়েছি, এই স্থানটা পৃথিবীর কোন ভৌগোলিক স্থান নয়, ভক্ত ভগবানের নিত্য বিলাসস্থলী। শ্রীগৌরসুন্দর এখানে নিত্য বিরাজমান, এখানে গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর সঙ্গমস্থল বিরাজিত। মহাপ্রভু এখানে প্রশ্নোত্তরের দ্বারা শ্রীরূপ গোস্বামীপাদকে রস শিক্ষা দিয়েছিলেন। ভগবান এখানে ভক্তরূপে সিদ্ধান্ত সমুদ্রের উদ্বেলন তুলেছিলেন, শ্রীরূপকে বুঝিয়েছিলেন ভক্তি, ভক্ত, ভগবান—এই তিন একই বস্তু। ভক্ত, ভক্তি, ভগবান এই তিনের আরাধনা ও প্রসন্নতা লাভ করলে আমরা সংসারের যাবতীয় বিপর্যয়, যাবতীয় দুঃখ থেকে বেরিয়ে যেতে পারি। ভক্ত, ভক্তি ও ভগবান -এই তিনের কৃপার সঙ্গমস্থল হচ্ছে তীর্থ। এই তীর্থে আমরা বাস করি। তীর্থে বাস করি এর মানে অন্যরকম, এ স্থানে যেসব ভক্তগণ শ্রদ্ধার সহিত ভগবানের কথা শ্রবণ কীর্তন করে, যেসব ভক্তগণ এসব ধামকে জাগৃত করেছিলেন, তীর্থস্থল উদ্ধার করে ভগবদ ভাবময় জীবন যাপন করেছিলেন, কৃষ্ণকথার ঝড় তুলে জগতকে ভগবদ্ ভাবময় করে রেখেছিলেন সেই ভগবৎ ভাবময় স্থানে বসে আমরা সংসার পেতেছি, যে সংসার অত্যন্ত হীনতার পরিচয় দেয়, যে সংসারে কিছু নাই শুধু আছে জ্বালা যন্ত্রণা। সেজন্য—

''দেবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥''

(গীঃ ৭।১৪)

এতবড় কথাটার অর্থ আমরা বুঝিনা কিন্তু এর পরে গিয়ে আমরা শ্রেষ্ঠ বস্তুর স্বাদ পেতে পারি। সেজন্য মহাপ্রভু শ্রীরূপ গোস্বামীপাদকে ভক্তির সিদ্ধান্ত ভক্তিরসামৃতের কথা শুনিয়েছেন। জগতের কোন তর্কের কথা বলেন নাই, জগতের কোন হানিলাভের কথা বলেন নাই, তাৎকলিক কোন সুযোগ সুবিধার কথাও বলেন নাই, চিরন্তর জীবের চিরন্তন কষ্ট থেকে উদ্ধারের কথা দশদিন ধরে বলেছেন। জগতকে শিক্ষা দিতে গিয়ে ভক্তিরসামৃত সিন্ধুর কথা বলেছেন—ভক্তি বুঝলে ভক্তকে বোঝা যায়। ভক্তি বুঝলে ভগবানকে ধরা যায়। ভগবান কে?—'অখিলরসামৃত মূর্ত্তি'। আগে ভগবানের definition ছিল সমগ্র ঐশ্বর্য্য, মাধুর্য্য, শ্রী, যশস্বী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য এই ষড়্‌বিধ oppulence যার মধ্যে fully incorporated আছে সেই তত্ত্বকে ভগবান বলা হয়। কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভক্ত রূপগোস্বামীপাদ 'অখিলরসামৃত সিন্ধু'তে, define করলেন ভক্তিকে, রসকে—

ব্যতীত্য ভাবনাবর্ত্ম যশ্চমৎকারভারভূঃ।
হৃদি সত্ত্বোজ্জ্বলে বাঢ়ং স্বদতে স রসো মতঃ ॥

(ভঃ রঃ সিঃ ৫মলঃ ৭৯)

জগতের কোন কথার ধারে কাছে গেলেন না তিনি, জীবের যেটা direct প্রয়োজন সেই কথাই বললেন, ভগবান কে?—

''অখিলরসাকৃতমূর্ত্তিঃ প্রসৃমর-রুচিরুদ্ধ-তারকা-পালি।
কলিত-শ্যামা-ললিতো রাধাপ্রেয়ান্ বিধুর্জয়তি ॥

এখানে জাগতিক কবির কোন কথা বলা যেতে পারে না, জড় কাব্যকার যে প্রেম বর্ণন করতে পারে না, তিনি সেই কথাটাকেই বললেন যে ''অখিলরসামৃত মূর্ত্তি''।

যেখানে রসের কোন কথা নাই সেখানে আছে শুধু অরস, কুরস, বিরস—এই সমস্ত কথা কখনও ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর উদ্বেলন করতে পারে না। আর যেখানে ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর উদ্বেলন সেখানে ভগবান নিজেই ধরা দেন। ভগবান ভোগবান্, তিনি সম্পূর্ণভাবে জগতের অতীত অথচ জগতের মধ্যেই তাঁকে খুঁজবার চেষ্টা চলছে। কিভাবে চেষ্টা চলছে? ভক্তের মাধ্যমে। ভক্তের মাধ্যমে ভগবানকে দেখতে হয়, ভক্তের মাধ্যমে শুনতে হয় তাঁর কথা। ভগবান, শুনতে পান, সব কথার উত্তর দেন তাঁর প্রিয় ভক্তের মাধ্যমে। ভগবান অখিলরসামৃত মূর্তি, 'রসো বৈঃ স' বলে একটা কথা আছে শাস্ত্রে, তিনি রসের প্রতিভূ, আনন্দের প্রতিভূ। আর 'আনন্দং ব্রহ্ম', 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম, 'অহং ব্রহ্মাস্মি'—এই কথাগুলো চলমান বা জড় জগতে আছে।

জগতে ভাগবত কথার নামে কত ছড়াছড়ি।

টেলিভিশনে দেখুন কিন্তু তারা কোনভাবে কোন অংশে ভগবদ্ তত্ত্বের কাছে যেতে পারে না, যতকাল মহাপ্রভুর কৃপার দ্বারা স্নান না করে। সেই ভগবান শ্রীগৌরসুন্দর রূপে এসে জগত জীবকে ধন্য করে দিয়েছেন। মহাপ্রভু ঘুরে বেড়িয়েছেন কিসের জন্য? কোথায় ভক্ত আছে, কোথায় শুদ্ধভক্ত আছেন, ভগবানকে খোঁজার, ভগবানের সেবা লাভ করবার জন্য কাতর—এরকম চিত্তবৃত্তি যাঁদের থাকে তাঁরা ভগবানকে পায়। যদিও ভগবানকে দেখা শোনার ছাপ খুঁজে পাওয়া যায় না কিন্তু ভগবানকে পাওয়া যায় তখন যখন আমরা সেবোন্মুখ হই, কৃষ্ণ নাম করতে শিখি। নাম প্রবর্তক, মহাপ্রভু নাম প্রবর্তন করেছেন—''কলিযুগ পাবন বিশ্বম্ভর।'' তিনি যে বিশ্বম্ভর তিনি কলিযুগকে পাবন করে দিয়েছেন, তাঁর কায়দায়—

চেতোদর্পনমার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণম্
শ্রেয়ঃ কৈরব-চন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্তনম্ ॥

ভক্তি সুদুর্ল্লভ, এই সুদুল্লর্ভ ভক্তি কোথায় পাওয়া যাবে এবং তার সাক্ষাদ্ কি, তার ভজন কি এবং কিভাবে করতে হয়? শাস্ত্র বলছে—

''ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তিরন্যত্র''।

ভক্তি পরেশানুভব আনাবে এবং কৃষ্ণেতর বস্তুতে বিরক্তি আনাবে।

''ক্লেশঘ্নী শুভদা মোক্ষলঘুতাকৃৎ সুদুর্ল্লভা।
সান্দ্রানন্দবিশেষাত্মা শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী চ সা ॥
(ভঃ রঃ সিঃ)

এগুলো আপনাদের কাছে খুব নতুন লাগতে পারে কিন্তু এর সারাৎসার করে মহাপ্রভু বলেছেন তাঁর নিজের ভাষায় 'চেতোদর্পনমার্জ্জনং' কিন্তু এটা আনতে গেলে যে quality তে practice করা দরকার, চিত্তে যে গুণের চর্চা করা দরকার তা হলো—

''তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥''

হরিকীর্তনই হচ্ছে জগতে জীবনের সারবস্তু। হরিকে সম্যগ্‌রূপে যারা কীর্তন করতে পারেন তারাই ভগবানের দর্শন পান, অমৃতের দর্শন পেলে সমস্ত দুঃখ দূরে যায়।

আমরা অনেক সময় অনেক তর্ক করতে পারি, কথার sequence এ নানা কথা lodge করতে পারি কিন্তু সেটাতে কোন লাভ হয় না। ভগবানের কথা ভক্তমুখ থেকে শ্রবণ কীর্তন করতে হয়। যেখানে **শ্রবণ কীর্তনের আবির্ভাব সেখানে ভগবানের করুণা শক্তির আবির্ভাব, কৃপা শক্তির আবির্ভাব, সেখানে গুরুশক্তির আবির্ভাব, সেইখানে আমাদের মহাজনগণের গুণাবলীর আবির্ভাব।** কিন্তু শ্রবণ কীর্তন আমরা করি কোথায়? সেজন্য নাম ও নামী অভেদ সম্বন্ধে মহাপ্রভু বলেছেন—

''নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্ব্বশক্তি—
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।''

'নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ,—আমাদের ভগবানকে উপাসনা করতে কালাকালের বিচার নাই। শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজ যখন একথা জিজ্ঞাসা করলেন শ্রীশুকদেব গোস্বামীকে, শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—

''য ইদমনুশৃণোতি শ্রাবয়েদ্বা মুরারে—
শ্চরিতমমৃতকীর্ত্তেবর্ণিতং ব্যাসপুত্রৈঃ ॥''
জগদঘভিদলং তদ্ভক্তসৎকর্ণপূরং
ভগবতি কৃতচিত্তো যাতি তৎক্ষেমধাম ॥

শ্রুতি শাস্ত্র, ভাগবতাদিতে এসব কথা আছে কিন্তু গূঢ় আকারে আছে এবং সূক্ষতিসূক্ষ্ম ভাবে আছে। য ইদমনুশৃণোতি শ্রাবয়েদ্বা—

শুকদেব কথিত যে ভগবদ্ কথা (য ইদম্) এইসব কথা যিনি শ্রবণ কীর্তন পন্থায় ভজন করবেন তারই ভগবদ্ ধামে প্রবেশের অধিকার হবে। 'তৎক্ষেমধাম'—ভগবদ্ ভাবময় রাজ্যে প্রবেশ করলে তখন আর ভগবদ্ ইতর বস্তুর দিকে মন ধায় না। আমরা কত নীচে নেমে গেছি তাই বিচার করতে পারি না ভজন ছেড়ে ভগবদ্ ইতর বস্তু নিয়ে আমরা কাল কাটাচ্ছি। সুদুর্ল্লভ বস্তুকে ভুলে গেছি। শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর ঈশ্বর ছিলেন, গুরুমহারাজ বলতেন তিনি ঈশ্বর, তিনি সবকিছু করতে পেরেছিলেন, এই জগতের প্রত্যেকের হৃদয়ে ভগবানকে বসিয়েছিলেন, নাম সংকীর্তনের প্রচারের দ্বারা। গৌড়ীয় মিশন করে তিনি গৌড়ীয় মিশনের প্রচার বস্তু করেছিলেন শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্তনম্। আমরা কিসের পূজারী? **আমরা কোন মন্দিরের পূজারী নয়, জগতের বস্তু লাভ করবার জন্য জগতের লোক দেবতাদের পূজা করে কিন্তু আমরা—শ্রীকৃষ্ণের সংকীর্তনের পূজারী।**

'পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্তনম্'—

আরাধ্য বস্তুকে জানালেন মহাপ্রভু। শ্রীকৃষ্ণের সংকীর্তন যেখানে চলছে, প্রাণভরে সেখানে গাইতে শেখা হয়েছে, সেইখানেই আমরা গোলকের বস্তুকে ধরতে পেরেছি। এর বাইরে আমরা যতই নিজেরা বাড়াবাড়ি করি না কেন, হাটে-বাজারে, টি.ভি-তে হরিকথার কীর্তন করি না কেন, হরি কথার নামে চলে কিন্তু প্রকৃত পক্ষে হরির সুখ হয় না। জগতের এই যে এতবড় কথা বলছি সব একপেশে যদি কেউ থাকেন খণ্ডন করতে পারেন তাহলে আমি তাকে পুরস্কৃত করব।

"বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ ॥"

দোল এলে মন দোলে

ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ, সেবাসচিব, গৌড়ীয় মিশন

দেখতে দেখতে একটি বৎসর অতিবাহিত হলো। চির প্রতীক্ষিত দোলপূর্ণিমা তিথি ধীরে ধীরে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছেন। বসন্তের আগমনে প্রাণীর প্রাণে উল্লাস সেই সঙ্গে ভক্তগণের প্রাণে প্রাণে গুঞ্জন। কলির দেবতা রসভরে গরগর হয়ে নিজধামে আবির্ভূত হবেন। জন্মোৎসবের আনন্দে না এসে তিনি পারেন না। মহা-সংকীর্ত্তন বন্যায় প্লাবিত হবে তাঁর ধাম। গৌরভক্তগণের কোলাহলে প্রতিটি বৃক্ষলতা-তরুর নিদ্রাভঙ্গ রূপ দেখবে সবাই। সরস্বতী-গঙ্গা-অলকানন্দা আদি নদী সকল স্বচ্ছ স্নিগ্ধ জলপ্রবাহ ধৌত করবে আমাদের হৃদয় মল। প্রতিটি ভক্তচিত্ত আজ উল্লসিত, আলোড়িত এবং দোলিত হচ্ছে যেন এক মহাআনন্দের ডাকে। এই হতভাগার মনও সেই দোলার স্পর্শ পাচ্ছে।

দুষ্ট মনের গতিও আজ স্তব্ধ ও পরিবর্ত্তিত। যে মন জড় অহংকারের বশবর্ত্তী হয়ে কারুর কথা মানে না আজ সেই মন যেন কি এক আনন্দের আহ্বানে মাতোয়ারা। জড়াভিমুখে ধাবিত হওয়ার গতি তার শিথিল হচ্ছে। সে যে এক অপ্রাকৃত আনন্দের বন্যা যা নাকি জড়ানন্দের লোভকে কিছুদিনের জন্য সরিয়ে দিয়ে নিজ প্রভাব ফেলে যায়। মন যতই দুষ্ট হোক, না গিয়ে পারে না স্থির থাকতে। তাই কাজের ফাঁকে ফাঁকে অন্য চিন্তাকে সরিয়ে দিয়ে বার বার নবদ্বীপের ঐ পরিবেশের টান অনুভব করছে। যদিও মন জানে না এই টান মোহনিদ্রাকে ভাঙ্গিয়ে দিয়ে অন্য দিকে নিয়ে যাবে তথাপি বারবার উঁকি মারে গৌরধামের দিকে। গঙ্গা-সরস্বতী ঘেরা শ্রীগোদ্রুম কানন কুঞ্জের শোভা কি ভোলা যায়? একে গৌরের উদার ধাম তার উপর দয়াল নিত্যানন্দের পাতা ঐ শুদ্ধনামহট্ট। সেই পরিবেশে মন মাতবে এতে আশ্চর্যের কিছু নাই।

দুর্নিবার এই মনকে সাথে নিয়ে ভক্তিপথে আমাদের যাত্রা। কোন এক অজানা সুকৃতি টেনে এনেছে আমাদের এই পথে। দুর্লভ মানব জন্ম সার্থক করার সুযোগ পেয়েও কখন ভোগের কখন ত্যাগের ছলনায় সর্বদা মন নাচে। তারই মধ্যে দোলের গন্ধ পেয়ে মন যে একটু হলেও এদিকে ঝুঁকেছে— এ বড় ভাগ্যের কথা। এ ভাগ্যের কোন তুলনা নাই। শ্রীধামের দিকে, ভক্তসঙ্গের দিকে, শ্রীহরিসংকীর্ত্তনের আনন্দের দিকে মন উঁকি-ঝুঁকি মারছে এ মহাভাগ্য। কলির কলুষমাখা সাধক চিত্তের এই আকর্ষণ কম কথা নয়। শ্রীমন্মহাপ্রভুর উদারতার এই তো লক্ষণ। এই সব চিন্তায় মন আরও দোলে।

মন নাচে আবার দশটি ইন্দ্রিয়কেও নাচায়। কাম-ক্রোধের কথায়, ঈর্ষা-মাৎসর্যের কথায় নিরন্তর নাচা এই মন ধামে গিয়ে চুপ হয়ে যায়। হাত, পা, চক্ষু, কর্ণের কোন বিরাম নাই এ এক আশ্চর্যের কথা। সাধুসঙ্গের আনন্দে, কীর্ত্তনের ধ্বনিতে স্তব্ধ হয়ে একবারও বাড়ীর চিন্তা করে না এই মন। সংসারবদ্ধ জীবকে স্ত্রী-পুত্রের কথা ভুলিয়ে রাখার কি অদ্ভুত ঐ শক্তি। শ্রীগৌরের আনা নাম (অস্ত্র), অঙ্গ, উপাঙ্গ, পার্ষদ। এদের অমোঘ শক্তিতে ''পালায় দুরন্ত কলি পড়িয়া বিভ্রাটে''। এই দুষ্ট মন তখন চুপ হয়ে জুজুর মতো লুকিয়ে থাকে। আবার ফাঁকে ফাঁকে আত্মার নিত্য সঙ্গী হয়ে চিন্ময় আনন্দের রস আস্বাদনে মেতে যায়। কি ভাগ্য! কি ভাগ্য! আমাদের।

বলতে দ্বিধা নাই অন্য শত শত বহিরঙ্গ সেবার জালে নিমজ্জিত থেকেও আমার মনটা বার বার নবদ্বীপের দিকে

টানছে। মায়ার মায়া নাই কিন্তু যোগমায়ার মায়া আকর্ষণ করছে। উৎসবের চিন্তা, বস্ত্রসেবার চিন্তা, কীর্ত্তনের সুষ্ঠতার চিন্তা মনকে বার বার আকর্ষণ করছে। এ যেন কোনও এক অপ্রাকৃত চুম্বকের শক্তি কাজ করছে। দোলায় মায়েরা শিশুকে দোলায় ঘুম পাড়ানোর জন্য সঙ্গে গানও গায়, আমাদের গুরুবর্গ এমন দোল উৎসবের ব্যবস্থা করেছেন ভক্তিপথের শিশুগুলোর মোহনিদ্রা ভঙ্গ করে উৎসবের অপ্রাকৃত আনন্দ দানে শান্ত করবেন। তাই তাঁরা দোলের দোলায় দোলাবেন। আর গান গেয়ে শোনাবেন —''উঠরে উঠরে ভাই আর তো সময় নাই, কৃষ্ণ ভজ বল উচ্চৈস্বরে।''

আপনার মনটা কি আপনাকে টানছে না ? যদি তাই হয় উঠুন, সংসারের সব কাজ ফেলে শ্রীগোদ্রুম-বিহারীর টুলটুলে মুখখানি দেখে আসবেন চলুন। ''এ বৎসরটা থাক আগের বৎসর যাব''—মায়ার এই কথাতে কর্ণপাত করবেন না। এতে মোটেই কান দেবেন না। যদি ভোগে লিপ্ত ঐ মনও আপনাকে ধামে টানে অল্প হলেও দোলায়, তবে প্রস্তুত হোন। শত অসুবিধা থাক পড়ে। ধার করে টাকা নিন, বৈষ্ণবদের ডাব খাওয়াবেন, মায়াপুরে শচীনন্দনের বস্ত্র সেবা করবেন, গুরুদেবকে প্রণামী দেবেন আর শ্রীগোদ্রুমবিহারীর বাৎসরিক সেবা দেবেন। দোলের দোলায় মন দুলিয়ে, সেবার রঙে রঙে চড়িয়ে জীবন সার্থক করুন। এত বড় সাধুসঙ্গের মেলা আর কি কোথাও পাবেন। ❑

"মেরা ভারত মহান"

শ্রীপাদ ভক্তিস্নাত সজ্জন মহারাজ, রচেষ্টার, আমেরিকা

অনেক দিন আগের কথা, আজ হঠাৎ করে মনে এল তাই কাগজ আর কলম নিয়ে লিখতে শুরু করলাম জানিনা কোথায় শেষ হবে। স্থান এলাহাবাদ ১৯৯৬ সাল জন্মাষ্টমীর শুভ অবসর; ভারতবাসীর মনের হৃদয়ে এক অনির্বচনীয় আনন্দ। মঠ মন্দির আলোক মালায় সজ্জিত। এমন কি প্রত্যেক পুলিশ ষ্টেশনও শ্রীকৃষ্ণের আগমন পরিলক্ষিত হয় আলোক সজ্জার মাধ্যমে। কারণ জীব যখন বলবানের অত্যাচারে নিঃস্পেষিত, পদ-দলিত, জগতের আইন শৃঙ্খলা বিপর্যস্ত, মানুষের মনুষ্যত্ব পশুত্বে পরিবর্তিত হয় তখনই জগত পতির আগমনে এ ধরিত্রী ধন্য হন। কংসের অত্যাচারে মথুরা নগরী ব্যাকুল হয়ে ভগবানের শরণাপন্ন হন। কংসের কারাগারে বন্দী দেবকী-বসুদেব মথুরাবাসীর নিত্য কল্যাণের জন্য ভগবানের আরাধনা করেন। তাঁদের আরাধনায় তুষ্ট হয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র আজ থেকে প্রায় ৫৫৫০ বৎসর পূর্বে বৈবস্বত মন্বন্তরে অষ্টাবিংশ চর্তুযুগে দ্বাপরের শেষে ভাদ্র মাসের কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে আবির্ভূত হয়ে অধর্মের মূর্তি কংসকে নাশ করে ধর্মকে রক্ষা করেছিলেন। বর্তমানযুগে জড়জগত জ্ঞান বিজ্ঞানের আলোকে নিত্য নুতন ভাব প্রয়াসী জীব ভুলে গেলেও এই ভারত তার সৌভাগ্যের কথা তার হৃদয়ে গেঁথে রেখেছে। সেই ভাদ্র মাস, সেই কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথি, রোহিণী নক্ষত্র এখনও প্রতিবৎসর তাঁর সৌভাগ্যের স্মৃতি জগৎবাসীকে জানিয়ে দেয়। তাই ভারত-বর্ষের ওই তিথিকে ঘিরে মঠ মন্দির পুলিশ ষ্টেশন (থানায়) আলোক সজ্জিত করার কারণ কৃষ্ণের জন্ম কারাগারে হয়েছিল। আজ থেকে প্রায় ১৮ বৎসর পূর্বে জন্মাষ্টমীর দিন এলাহাবাদ শ্রীরূপ গৌড়ীয় মঠের মঠবাসী ও গৃহস্থ ভক্তগণ শ্রীহরি আরাধনায় শ্রীকৃষ্ণ তোষনে সর্ব ইন্দ্রিয়ের দ্বারে কৃষ্ণানু শীলনে মুখরিত। এমতাবস্থায় হঠাৎ উত্তর প্রদেশের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রীযুক্ত মুরলী মনোহর যোশীমহাশয়ের সচিবের আগমনে অবগত হলাম মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় সন্ধ্যায় আমাদের ভাগবত সভায় অল্প সময়ের জন্য উপস্থিত হতে চান। কারন মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বহুদিন থেকে আমাদের প্রয়াগ শ্রীরূপ গৌড়ীয় মঠের মেম্বার। (আমি তাঁর বাড়ীতে প্রায়ই যেতাম ঠাকুর সেবার আনুকুল্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে এবং মন্ত্রী পদে থাকাকালীন তিনি অনেক সেবা সহযোগিতা করেছিলেন)।

যথারীতি সন্ধ্যা ৮টা থেকে ভাগবত প্রসঙ্গ ও কীর্তন শুরু হয়। মন্দির ভক্ত পরিপূর্ণ, রাত ৯টায় মন্ত্রী মহাশয়ের আগমন হল। মাননীয় যোশী মহাশয় বিগ্রহ প্রণাম অন্তে সভায় উপস্থিত হয়ে নিজ আসন অলংকৃত করলেন। ওই সময় পূজ্যপাদ শ্রীভক্তি জীবন হরিজন মহারাজ (মিশনের প্রবীন প্রচারক) ভাগবত কথা কীর্তন করছিলেন। মঞ্চে শ্রীরূপ গৌড়ীয় মাঠ অধ্যক্ষ শ্রীপাদ ভক্তি আচার অবধূত মহারাজ এবং আমি নিজে উপস্থিত ছিলাম। মাননীয় মন্ত্রী

মহাশয়ের সচিব আমায় বললেন মন্ত্রী মহাশয় মাত্র ১৫মিঃ অবস্থান করবেন, অতএব আপনি ৫মিঃ মন্ত্রী মহাশয়কে বক্তব্য রাখতে অনুরোধ করবেন। আমি উঠে দাঁড়িয়ে করজোড়ে শ্রীযুক্ত যোশী মহাশয়কে বললাম দেখেন ৫মিঃ কোন ভাগবত কথা কীর্ত্তন হয় না। অতএব মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জ্ঞানীগুণী ও বিদ্বান উনি আমার একটা প্রশ্নের উত্তর দিন এই প্রার্থনা। প্রশ্নটা হল ওনার গাড়ীতে লেখা আছে ''মেরা ভারত মহান'' কেন ভারত মহান? মাননীয় মন্ত্রী মুরলী মনোহর যোশী ১মিঃ চিন্তা করে তিনি এ অধমের মুখ থেকে শুনতে ইচ্ছা করেন। আমি সর্বাগ্রে শ্রীশ্রীহরিগুরু বৈষ্ণবের বন্দনান্তে মাননীয় মন্ত্রী ও উপস্থিত বৈষ্ণব ভক্ত সজ্জন মন্ডলীকে দন্ডবৎ প্রণাম পূর্বক মহাভারতের ঘটনা প্রসঙ্গে বলতে শুরু করলাম। আজ থেকে প্রায় ৫০০০ বৎসর পূর্বে হস্তিনাপুরের রাজা ছিলেন ধৃতরাষ্ট্র। তিনি জন্মান্ধ, তিনি ধর্ম, নীতি ও সত্যকে বিসর্জন দিয়ে পুত্র দুর্যোধন এবং শ্যালক শকুনির কথামত চলতেন। শকুনির ঈর্ষাপরায়নায় দুর্যোধন ঈর্ষান্বিত হৃদয়ে সর্বদা কুন্তি ও পঞ্চ-পান্ডবের সর্বনাশ চিন্তায় অনৈতিক কার্য্যে ব্যস্ত থাকতেন। বাল্যকালে ভীমকে বিষ প্রদান, পঞ্চপান্ডব সহ জতুগ্রহ দাহ ইত্যাদি তার প্রমাণ। পঞ্চপান্ডব দ্রৌপদীকে নিয়ে প্রত্যাবর্তন করলে ইন্দ্রপ্রস্থ প্রদাপুনান্তে তৃতীয় ষড়যন্ত্র পাশাখেলায় যুধিষ্ঠিরের আমন্ত্রণ। ঈর্ষান্বিত শকুনীর কপটতায় যুধিষ্ঠির সর্বশ্রান্ত হয়ে যায়। এমন কি চারভাই ও স্ত্রী দ্রৌপদীকেও পাশা খেলায় পরাজিত হয়ে দাস ও দাসীত্বে পরিণত করে। এজন্য ভাগবত আজ থেকে ৫৫৫০ বৎসর পূর্বে আমাদের সাবধান করে দিয়েছেন।

''দ্যূতং পানং স্ত্রিয়ঃ সূনা যত্রাধর্ম্মশ্চতুর্ব্বিধঃ।
বিশেষাতা ধর্ম্মশীলে রাজা লোকপতিগুরুঃ''॥

(ভাঃ ১।১৭।৩৮, ৪১)

যে পুরুষ নিজের উন্নতি চায় তার পক্ষে কখনও দ্যূত ক্রীড়া, মদ্যপান, অবৈধ স্ত্রী সঙ্গ এবং জীব হিংসা করা উচিত নয়। কারণ এই চার স্থানে অধর্ম বিরাজমান।

আজ ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরও বুদ্ধিভ্রষ্ট হয়ে ভাই ও স্ত্রীকে ব্যক্তি থেকে বস্তুতে পরিণত করেছিলেন।

অপর দিকে হিংসা দ্বেষ মাৎসর্যপূর্ণ দুর্য্যোধনের দূর্য়ৌন্যত্বের পৈশাচিক নগ্নচিত্ত মানুষ কোন দিন ভুলবে না। গৃহের জ্যেষ্ঠ কুলবধু মাতৃসম দ্রৌপদীকে দুর্যোধন দুঃশাসনের দ্বারা দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ পূর্বক মাটিতে ফেলে টানতে টানতে কুরু রাজসভায় নিয়ে আসে। কিন্তু সকলে চুপ ছিল। কারণ বিষয়ীর অন্ন খাইলে দুষ্ট হয় মন (চৈঃ, চঃ, আ ৯২। ৫০) দাতা কর্ণের মত শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যিনি পরশুরামের শিষ্য তিনি দ্রৌপদীকে বেশ্যা বলে সম্বোধন করেন। দুর্যোধন দ্রৌপদীকে নিজের উরুদেশে বসাতে বলে, এমনকি কুরু রাজসভার মধ্যে দ্রৌপদীকে নগ্ন করার আদেশ দেন এবং দুষ্ট দুঃশাসন তাঁর বস্ত্র হরণের পূর্ণ প্রয়াস করে। দ্রৌপদী নিজেকে রক্ষার জন্য ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য্য, কৃপাচার্য্য বিদুরকে আহ্বান করলেও কেউ অগ্রসর হন নাই। নারীর সম্মান রক্ষার জন্য সব থেকে বড় আশ্রয় পতি। দ্রৌপদীর এক নয় পাঁচ পাঁচ পতি; পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা; কিন্তু তারাও দাসত্বে বিবস। এজন্য শ্রীমদ্ভাগবতে নারদজী বলছেন।

''নহন্যো জুষতো জোষ্যাণ্ বুদ্ধিভ্রংশো রজোগুণ।
শ্রীমদাদাভিজাত্যাদির্যত্র স্ত্রী দ্যুতমাসবঃ'' ॥

(ভাঃ ১০।১০।৮)

প্রিয় উপভোগ্য বিষয় সকলের সেবায় আসক্ত পুরুষের ধনগর্ব্ব যেরূপ বুদ্ধিনাশ করে, সৎকুল, বিদ্যা হইতে উৎপন্ন গর্ব্ব তাদৃশ বুদ্ধিনাশ করে না। যেহেতু এ ধনগর্ব্ব জন্মিলে স্ত্রীসম্ভোগ, জুয়াখেলা এবং মদ্যপান অবিরত চলিতে থাকে।

''হন্যন্তে পশবো যত্র নির্দ্দয়ৈরজিতাত্মভিঃ''

(ভাঃ ১০।১০।৯)

ধনগর্ব্ব উৎপন্ন হলেই অজিতেন্দ্রিয় পুরুষ চিত্তবিনোদনের জন্য পশুগণকে হত্যা করে থাকে। দ্রৌপদী জগতে সব লোকের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন যে, জীবনে সর্বাপেক্ষা দুঃখের সময় এ জগতে কেউ সঙ্গ দেয় না। দ্রৌপদী নিজেকে রক্ষা করতে অপরাগ হয়ে বিপদভঞ্জন মধুসূদন শ্রীকৃষ্ণের নাম নিয়ে আকুল প্রাণে ডাকতে লাগলেন। দ্রৌপদীর ক্রন্দনে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অনন্ত বস্ত্ররূপে তার লজ্জা নিবারণ করেন।

''দ্রৌপদীনে তুমে পুকারী শাড়ীআন বড়াই।
ভক্তকে খতির আপ বনে প্রভু আকর সেনা নাই'' ॥

ভক্তের বিপদে ভগবান চুপ থাকতে পারেন না তাই তার নাম অচ্যুত, বিপদে যার বিচ্যুতি নাই। কারণ ভক্ত যে ভগবানের চরণে পূর্ণভাবে সমর্পিত চিত্ত। তাই কুন্তি দেবীর প্রার্থনা।

''সকর্ম্ম ফল নির্দ্দিষ্টাং যাং যাং যোনিং ব্রজাম্যহম্।
তস্যাং তস্যাং হৃষিকেশ! তয়ি ভক্তি দ্দৃঢ়াহস্তু মে'' ॥

কুন্তিদেবী বললেনঃ-নিজ কর্ম্মফলানুসারে যে যে যোনিতে জন্ম হউক না কেন, হে! হৃষিকেশ, সেই সেই জন্মে

যেন তোমার প্রতি আমার দৃঢ় ভক্তি থাকে।

বলবানের অত্যাচারে সমাজ যখন নিঃষ্পেত, মিথ্যা কপটতা, দুর্নীতিপূর্ণ সমাজ, যখন ধর্ম, ন্যায়, সত্য বলে কিছু থাকে না তখনই ভগবানের আগমনে ধর্ম ন্যায় সত্য রক্ষিত হয়। গীতায় শ্রীকৃষ্ণের উক্তি ঃ-

''পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে'' ॥

দ্রৌপদীর ক্রন্দনে যদি ভগবান তাঁর লজ্জা নিবারণ না করতেন, পঞ্চপান্ডবের প্রতি অন্যায়ের প্রতিফল যদি ধৃতরাষ্ট্র না পেত তাহলে ভারতবাসী পৃথিবীর যে দেশে থাক না কেন সেই দেশের লোকেরা ভারতবাসীকে ক্ষমার চোখে দেখতে না। ভারতবর্ষের ইতিহাস ভারতীয়কে ক্ষমা করত না। তারা অঙ্গুলী হেলনে বলত তুমি ভারত থেকে এসেছে যেখানে ন্যায়ের বিচার নাই, অন্যায়ের প্রতিবাদ নাই, ধর্মের প্রতি আস্থা নাই, নারীর সম্মান নাই সেই দেশের লোক তুমি। তোমাদের ধিক্কার! ধিক্কার! ধিক্কার! সচ্চিদানন্দ ভগবান যদি সত্যের বিচার না করতেন অন্যায়ের প্রতিকার না করতেন তাহলে ভারতীয়দের মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর মত স্থান পৃথিবীর কোথাও থাকত না। ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র তাঁর জন্মভুমি তাঁর প্রিয় এই মাতৃভূমিকে তিনি কখনো কলংকিত হতে দেন নাই এবং দেবেন না। যতবার রাবন, কুম্ভকর্ণ, শিশুপাল, জরাসন্ধ, কংস, নরকাসুর জন্মেছে ভগবান সকল সময় এই ভারত ও ধরীত্রিকে রক্ষা করেছেন ও করবেন এটাই শ্রীকৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা।

''কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি''
(গীতা ৯।৩১)

এই কারণেই ভারত মহান। এই ভারতবর্ষে ঋষি মুনি বেদ উপনিষদ পুরাণের আবির্ভাব। এই ঋষি মুনি সাধুর আরাধনায় যুগে যুগে ভগবানের সকল অবতারের সকল আরাধনার আকর ভূমি এই ভারতবর্ষ। এই ভারতবর্ষের আদর্শ, ভারত-বর্ষের বেদধর্ম্মের কথা আজ পৃথিবীর সর্বত্র প্রচারিত হচ্ছে। বেদের সার শ্রীমদ্ভাগবতের বাণীর মূর্ত বিগ্রহ কলিযুগ পাবন-অবতারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রদর্শিত এই নিত্য সত্য সনাতন সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করে জগতের মানুষ নিত্য শান্তি ও পরমানন্দ লাভ করছেন। এমন কি স্বর্গের দেবতাগণও এই ভারতবর্ষের মহিমা কীর্তন করেছেন।

''অহো বতৈষাং লজংমকারি শোভনং
প্রসন্ন এষাং স্বিদুত স্বয়ং হরিঃ।
যৈর্জ্জন্ম লব্ধ নৃষু ভারতাজিরে
মুকুন্দসেবৌপয়িকং স্পৃহা হি নঃ ॥ (ভাঃ ৫।১৯।২০)''

অহো এই ভারতবর্ষে জাত মানবগণ কি মহাপূণ্য তপস্যাই না করিয়াছিলেন, অথবা স্বয়ং ভগবান শ্রীহরি কোন সাধন ব্যতিরেকেই ইহাঁদের প্রতি প্রসন্ন হইলেন। যেহেতু এই ভারত ভূমিতে যে মনুষ্যজন্ম লাভের নিমিত্ত আমরা বাসনা মাত্রই করিয়া থাকি, ইঁহারা সেই ভারতাঙ্গনে মুকুন্দ সেবোনোপযোগী মানব যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন।

''কল্পায়ুষাং স্থানজয়াৎ পুনর্ভবাৎ
ক্ষণায়ুষাং ভারতভূজয়ো বরঃ।
ক্ষণেন মর্ত্ত্যেন কৃতং মনস্বিনঃ
সন্ন্যস্য সংযান্ত্য ভয়ং পদং হরেঃ'' ॥ (ভাঃ ৫।১৯।২২)

দ্বিপরার্দ্ধকাল আয়ুস্মান হইয়া ব্রহ্মলোক লাভ অপেক্ষা অল্পায়ু হইয়া ভারতভূমিতে জন্মলাভ শ্রেষ্ঠ। কেননা সেই ব্রহ্মলোক হইতেও পুনরাবর্তন সম্ভব হয়। মর্ত্যবাসিগনের দেহ ক্ষণভঙ্গুর ও অল্প পরমায়ু হইলেও মনস্বী মানবগণ সেই অল্পকাল মধ্যেই তাঁহাদের কৃতকর্ম্মসমুহ ভগবান হরিতে সমর্পন করিয়া হরির অভয় পদ প্রাপ্ত হইতে পারেন। সেই স্থান হইতে তাঁহাদের আর পুনরাবর্তন হয় না।

পরম ভক্ত ব্রাহ্মন মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় নিশ্চয়ই আজ জগৎ পতি শ্রীকৃষ্ণের শুভাবির্ভাব তিথিতে শ্রীকৃষ্ণের আবি-র্ভাব ও তাঁর আরতি গ্রহণ পূর্বক আত্মমঙ্গল বরণ করবেন এমনটা আশা করি। মহামান্য অতিথি শ্রীযুক্ত মুরলী মনোহর যোশীজী আমার নিকট থেকে কিছু শোনার আশায় আমাকে বলতে অনুরোধ করেছিলেন। ''ভারত কেন মহান'', তিনি তা জানেন না এমন কথা নয়। তিনি উচ্চ কোটির ব্রাহ্মন সন্তান এবং পরম জ্ঞানী এবং জাগতিক শিক্ষায়ও তিনি উচ্চ কোটির শিক্ষক স্থানীয় ব্যক্তি। অতঃপর তিনি উপস্থিত সকল ভক্তবৃন্দ ও সাধু সন্তকে সম্মানিত করে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব ও আরতি গ্রহণ এবং শ্রীকৃষ্ণের মহিমা কীর্তন-পূর্বক সকলকে আনন্দ দান করেন।

আমরা ভারতবাসী, ভগবৎ ভক্তিই ভারতবর্ষের আত্ম সদৃশ। আমরা যেন ভগবৎ ভক্তির দ্বারে নিজের ও অন্যের আত্মমঙ্গল লাভে আত্মনিয়োগ পূর্বক ভারতবর্ষের সম্মান এবং মর্যাদাকে অক্ষুন্ন রাখতে পারি ভারতবাসীগণের শ্রীচরণে এ অধমের একান্ত প্রার্থনা। ❑

শ্রীগৌরজন্মোৎসবের আনন্দে মাতুন

শ্রীসদানন্দ দাস ব্রহ্মচারী, কলকাতা

জন্মোৎসব মানে আনন্দোৎসব। আপনাদের ঘরে যখন কোন সন্তানের জন্ম হয়, তখন আপনাদের আনন্দের সীমা পরিসীমা থাকে না। আত্মীয়-স্বজন পরিবারের সঙ্গে আপনারা সকলে আনন্দ উৎসবে মেতে ওঠেন। কিন্তু সে আনন্দ অসীম নয়, সীমাবদ্ধ। সে আনন্দে রঙ্গ আছে, তরঙ্গ আছে, বিশ্ব সংপ্লাবনী শক্তি তার মধ্যে নাই। আজ আমরা এখানে যে আনন্দের কথা বলছি সেখানে স্বার্থসিদ্ধির কথা নাই, পরিণামে আবিলতা নাই এবং তা কোন ব্যক্তিবিশেষে আবদ্ধ নয়। এ আনন্দ অক্ষয় অপার ও অনন্ত দেশব্যাপী। এই আনন্দ বিশ্বের দিগদিগন্তে প্রসারিত হয়ে জগতের অনন্ত প্রাণীর হৃদয়ে প্রেমময়ী শ্রীরাধার প্রেমের প্রবাহ প্রবাহিত করে সংসারের অসীম তাপকে প্রশমিত করে। এ আনন্দ হচ্ছে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মোৎসবের আনন্দ।

শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু কে, তা আর বিশেষ করে বলবার প্রয়োজন নাই। যিনি অখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রভু, তিনি জীবের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে মনুষ্যরূপে নদীয়ায় শ্রীজগন্নাথ মিশ্র ও শ্রীশচীমাতার ক্রোড়ে আবির্ভূত হলেন। কি করে ভগবানকে ভালবাসতে হয়, ভক্তি করতে হয়, তাঁর প্রতি আকুল হলে কিরূপ আত্মবিস্মৃতি ঘটে, কি রূপে ভগবৎ সঙ্গের নিগূঢ় রস পাওয়া যায়, কিরূপে কৃষ্ণাকর্ষিণী শক্তি দ্বারা ভক্ত শ্রীভগবানের রসমাধূর্য্য লাভ করে নিত্য বৃন্দাবনের চিন্ময় প্রেমরস আনন্দ লাভ করতে পারে এইরূপ স্নিগ্ধ, শান্ত, শীতল ও বিমল আনন্দ লাভের পথ দেখাবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ গৌররূপে নদীয়ায় প্রকাশিত হলেন। সুতরাং এ আনন্দ ভক্তভাব অঙ্গীকারকারী শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মোৎসবের আনন্দ।

সংসারের ক্ষুদ্র চিত্তবৃত্তিযুক্ত জীব আমরা। জন্ম থেকে মৃত্যুর দিন পর্য্যন্ত যে অনিত্য আনন্দের পিছনে ছুটে চলেছি। এর কাছ থেকে কেবল দুঃখ, হতাশা, অনন্ত যাতনা ভোগ করছি। এই মুহূর্ত্তে অসার দম্ভের আস্ফালন, পরমুহূর্ত্তেই পরাজয়ের পতন, এই মুহূর্ত্তে আশার মোহন ধ্বনি, পরমুহূর্ত্তেই পরাজয়ের অশুভ সংকেত, এই মুহূর্ত্তে ভোগের বিপুল আনন্দ আবার পর মুহূর্ত্তেই ত্যাগ বা বিয়োগের হৃদয়শোষী দুঃখ—এইভাবে আমাদের দিন-রাত্রি চলে যাচ্ছে। বলুন দেখি আমাদের জীবনের সুখ কোথায়? প্রতিদিন শোক-তাপ আমাদের হৃদয়কে দগ্ধ করে ছারখার করে দিচ্ছে, সংসারের কোন্ সুখে আমরা কালাতিপাত করছি জানি না? মোহান্ধ জীব, দিশাহারা আমরা, এখনো পর্য্যন্ত সুখের ঠিক অনুসন্ধান করতে পারি নাই। আমরা পুত্র-কন্যাদের নিয়ে উৎসব করি, বন্ধু-বান্ধবের নিয়ে সভা করি, সম্মানীয় ব্যক্তিদের আদর আপ্যায়ন করি কিন্তু ভগবান ও ভগবদ্ভক্তগণকে নিয়ে কোন উৎসব করি না। আজ আমরা এমন এক উৎসব, শুধু উৎসব বললে ঠিক বলা হয় না মহোৎসবে যোগদান করতে উপস্থিত হয়েছি যার দ্বারা আমরা চিরদিনের জন্য পূণ্য পবিত্রতা লাভ করতে পারি, চিরশান্তি লাভ করতে পারি, বিশ্বপ্রেমের যে আনন্দ সাগরের তরঙ্গে ভাসতে পারি সে আনন্দ শ্রীগৌরজয়ন্তী মহোৎসবের আনন্দ।

জাগতিক ধন, জন, ঐশ্বর্যাদি কামনার জন্য আমরা গৃহে অনেক প্রকার দেব দেবীর উপাসনা করে থাকি, উৎসব করি। বেদনিষ্ঠ ধর্মকামনার জন্য কখন সূর্য্যের উপাসনা করি, অর্থকামনার জন্য গণেশের উপাসনা করি, কাম কামনার জন্য কখনওবা শক্তির উপাসনা করি, মোক্ষকামী হয়ে কখন শিবের উপাসনা করি এবং হেতুমুলে বা সকামবিষ্ণুর উপাসনা করে থাকি। কিন্তু এরূপ কোন কামনা আমাদের আধ্যাত্মিক শান্তি প্রদান করতে পারে না। চির দুঃখের লাঘব করতে পারে না। কারণ এ জগতে একটা কামনা শেষ হতে না হতে আবার একটা কামনা এসে উপস্থিত হয়। কামনার দ্বারা কাম নিবৃত্তি হয়না। সর্ব আত্মার আত্মা, সর্ব দেবতার দেবতা, সর্ব অংশের অংশী স্বয়ং ভগবানের চরণাশ্রয়ের দ্বারা চির কামনার নিবৃত্তি হয়ে থাকে। সেই ভগবান কলিযুগে ভক্তভাব অঙ্গীকার করে শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীজগন্নাথ মিশ্র ও শচীমাতার আলোকিত করে দোলপূর্ণিমায় আবির্ভূত হবেন। গোলোকের হরি মর্ত্তলোকে আবির্ভূত হবেন এ সাধারণ কথা নয়। আমরা হরিগুরু বৈষ্ণবের সঙ্গে যে নিত্য আনন্দে নিমজ্জিত হবার জন্য আপনাদের আহ্বান জানাচ্ছি তা শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মোৎসবের আনন্দ।

ভক্তসকল, আপনারা সহস্র সহস্র প্রকার উৎসব করুন তাতে আমাদের বলার কিছু নাই। কিন্তু সকাতরে একটি

নিবেদন জানাই যে, এমন সোণার ঠাকুর যেদিন জগজ্জীবের দুঃখ দেখে এই ধরাধামে আবির্ভূত হলেন অনন্তঃপক্ষে সেইদিন একবার জয় শ্রীগৌরাঙ্গ, জয় গৌরহরি ধ্বনি করে তাঁর উৎসবে মাতুন। তাতে হৃদয়ে সুখ আসবে, পবিত্রতা আসবে, শান্তি আসবে এবং প্রেমের উদয় হবে। এই দোল উৎসব যদি আজ ভারতের জাতীয় উৎসব বলে মান্য হতে পারে, তবে আমাদের শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব জগতের ইতিহাসে সর্বশ্রেষ্ঠ দিন বলে গণিত হবে। এই মহোৎসবে আমাদের নীরব দর্শক হয়ে থাকা মহা অপরাধের বিষয় হয়ে যাবে। সুতরাং হে ভক্তগণ! এই মহামহোৎসবে শ্রীগৌর-হরির জয়ধ্বনি করতে হবে, মঙ্গলময় মধুর কীর্ত্তনে অধিবাসীদের হৃদয়ে প্রেমের প্রসাদ ঢেলে দিতে হবে, মহাপ্রভুর নাম গাইতে হবে, অপরকে গাওয়াতে হবে, নিজে নাচতে হবে, অপরকেও নাচাতে হবে। যেদিন আবাল-বৃদ্ধবনিতা শ্রীগৌরহরির নাম নিয়ে নাচবে, গাইবে, গৌর-ধামের ধুলায় গড়াগড়ি দেবে সেদিন গৌরহরির অপার করুণা বর্ষিত হবে। সেজন্য সকলে উদার কণ্ঠে বলুন—জয় শচীনন্দন জয় গৌরহরি, বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণনাথ নদীয়াবিহারী।

পূর্ণিমা-প্রশস্তি।

(গৌড়ীয় পঞ্চম খণ্ড ৩০শ সংখ্যা হইতে উদ্ধৃত)

জয় জয় কলরব নদীয়া-নগরে।
জনমিলা গোরাচান্দ শচীর উদরে ॥
ফাল্গুন-পূর্ণিমা তিথি নক্ষত্র ফাল্গুনী।
শুভক্ষণে জনমিলা গোরা দ্বিজমণি ॥
পূর্ণিমার চান্দ জিনি করিল প্রকাশ।
দূরে গেল অন্ধকার পাইল নৈরাশ ॥
দ্বাপর যুগেতে ভেল কৃষ্ণ-অবতার।
আপনে করিল সেই অসুর-সংহার ॥
শচীর উদরে ভেল গোরা-অবতার।
কলিযুগে জীব গোরা করিলা উদ্ধার ॥
বাসুদেব ঘোষে গায় মনে করি আশা।
গোরা পঁহু পদ দুই করিয়া ভরসা ॥

জয় জয় জয় মঙ্গলরব, ফাল্গুন পূর্ণিমা নিশি নব,
শোভিত শচীগর্ভে প্রকট গৌর-বরজ-রঞ্জনা ॥
ঝলকত বর বালক-তনু, কুঙ্কুম থির দামিনী জনু,
চমকত মুখচন্দ মধুর ধৈরজ ভর ভঞ্জনা ॥
পঁহু প্রকাশ নিরখত, ঘনগণ সহ গগনে সুরগণ বরষত,
কুসুমালি বিপুল পুলক ভরল অঙ্গহী ॥
করত কত মনোরথ চিত, চঞ্চল ভনি চারু চরিত,
লোচন জল ছলকত ছবি পায়ত বহু রঙ্গহী ॥
গায়ত কিন্নর সুধঙ্গ, বায়ত মৃদুতর মৃদঙ্গ,
ধা ধিকি ধিকি তা ধিক্ ধিক্ ধিক্কট-তক ধিন্নান ॥
নৃত্যত সুর নর্ত্তকচয়, বিবিধ ভাঁতি করু অভিনয়,
উঘট তত ক থৈ থৈ থৈ, তি অই অই অ তেন্নান ॥
নির্ম্মল দশ দিশ উজোর, মলয়ানিল বহত থোর,
পিকুকুল কুহ কত বসন্ত, ঋতুপতি সরসায়ত্র ॥
উছলিত সুর-সরিত-বারি, নদীয়া মহি মুদ বিথারি,
মিশ্রভবন কৌতুকে ‘নরহরি’ হিয় উমতা অত্র ॥

অবধূতোপাখ্যান

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ হইতে উদ্ধৃত

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

বালকের নিকট শিক্ষা,—

বালকের যেরূপ মান-অপমান বোধ নাই অথবা গৃহবান্ ও পুত্রবান্ ব্যক্তিদিগের ন্যায় কোন চিন্তা নাই, গুরুদাসও তদ্রূপ আত্মক্রীড় ও আত্মরতি হইয়া ইহলোকে বালকের ন্যায় বিচরণ করিবেন। অজ্ঞ জড়ার্ভক এবং জ্ঞানাতীত পরমহংস উভয়ই—নিশ্চিন্ত ও পরমানন্দাপ্লুত।

কুমারীর নিকট শিক্ষা,—

(১) বহুলোকের একত্র বাস যেরূপ কলহের কারণ, দুই ব্যক্তির একত্র বাসও তদ্রূপ প্রজল্পের কারণ, অতএব জ্ঞানী ব্যক্তি কুমারীর কঙ্কণের ন্যায় সর্ব্বদা একাকীই বাস করিবেন। (২) পরন্তু পতিমতী রাজকুমারী যেরূপ পতির অভিসার করিতে ঝনৎকার সিদ্ধ্যর্থ কঙ্কণসমূহ পরিধান করেন, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণমতী শ্রীভক্তিদেবীও মধুর হইতেও সুমধুর তাহা হইতে অতিমধুর শ্রীনামকীর্ত্তন ধ্বনিশ্রবণার্থ স্বাশ্রিতবৈষ্ণব-গণকে পরস্পর সঙ্গিস্বরূপে গ্রহণ করেন, জ্ঞানযোগে স্বাশ্রিত মুনিগণের ন্যায় নিঃসঙ্গ করেন না।

শরকারের নিকট শিক্ষা,—

(১) শ্রীগুরুদাস শরকারের ন্যায় জিতশ্বাস ও জিতাসন হইয়া অতন্দ্রিত চিত্তে বৈরাগ্য-অভ্যাসযোগদ্বারা মনকে ভগবানের পাদপদ্মে ধারণ করতঃ চিত্তৈকাগ্রতা শিক্ষা করিবেন (২) শরনির্ম্মাতা, যেরূপ শরনির্ম্মাণকার্য্যে দত্তচিত্ত হইয়া পার্শ্বস্থ ভেরীতুরী সহকারে গমনশীল নৃপতির উপলব্ধি করিতে পারে না, তদ্রূপ গুরুদাসও বহিঃপ্রজ্ঞাশূন্য হইয়া অনন্যচিত্তে অন্তরে বাহিরে ভগবদুপাসনা করিবেন।

সর্পের নিকট শিক্ষা,—

গুরুসেবক সর্পের ন্যায় প্রমাদশূন্য, একান্তবাসী, আচার দ্বারা অলক্ষ্যমাণস্বরূপে (সবিষ কি নির্ব্বিষ) অসহায় ও মিতভাষী হইয়া পরকৃতগৃহে বাস করিয়া সুখী হইবেন।

ঊর্ণনাভের নিকট শিক্ষা,—

ঊর্ণনাভ যেমন হৃদয় ঊর্ণা বিস্তৃত করিয়া তাহাতে ক্রীড়া করে, উহা পরে পুনর্ব্বার গ্রাস করে তদ্রূপ মহৎস্রষ্টাখ্য সর্ব্বব্রহ্মান্ডান্তর্যামী আদি পুরুষাবতার কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণু স্বীয় মায়ার দ্বারা সৃষ্ট এ জগৎকে কল্পান্তে কাল-শক্তিদ্বারা সংহার করিয়া পুনর্ব্বার এক ও অদ্বিতীয় অর্থাৎ সজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদরহিত অদ্বিতীয়, আত্মবীর এবং অখিলাশ্রয় অর্থাৎ নিখিল শক্তিসমূহের একমাত্র আশ্রয়স্বরূপে অবস্থান করেন। তিনি প্রধান পুরুষেশ্বর অর্থাৎ প্রকৃতি ও জীবের নিয়ন্তা, পরাবরেশ অর্থাৎ স্বাংশ অবতারগণ এবং বিভিন্নাংশ জীবগণের একমাত্র আশ্রয়। তিনি গুণ-সাম্যপ্রধান ও তদুপাধি পুরুষেরও ঈশ্বর-তিনি ব্রহ্মাদি দেবগণকর্ত্তৃক কৈবল্যসংজ্ঞিত, নির্ব্বিষয়, স্বপ্রকাশ ও পরমানন্দস্বরূপ এবং নিরুপাধিক। তিনি সৃষ্টিকালে মহাসঙ্কর্ষণ হইতে আবির্ভূত হইয়া শুদ্ধস্বরূপ-প্রভাবে ত্রিগুণাত্মিকা স্বীয়মায়াকে ক্ষুব্ধ করিয়া ক্রিয়াশক্তিপ্রধান মহত্তত্বকে প্রথমতঃ সৃষ্টি করেন। অতএব ত্রিগুণাত্মিকা বিশ্বতোমুখা বিশ্বসৃষ্টিকারিণী সেই মায়াকেই সুত্রাত্মা কহে, যাহাতে এই বিশ্ব গ্রথিত রহিয়াছে এবং যদ্দ্বারা জীব সংসারগতি প্রাপ্ত হয়।

পেশস্কৃৎ অর্থাৎ কুমারিকা কীটের নিকট শিক্ষা,—

কোন কোন কীট যেরূপ পেশস্কৃত (অন্য বলবান কীট) কর্ত্তৃক ধৃত ও কুড়া মধ্যে প্রবেশিত হইয়া ভয়ে তাহার রূপ ধ্যান করিতে করিতে পূর্ব্বরূপ পরিত্যাগ না করিয়াই তাহার স্বরূপতা প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ দেহী ব্যক্তি স্নেহদ্বারাই হউক বা দ্বেষবশতঃ হউক, আর ভয় নিমিত্ত হউক, একান্ত মনে সর্ব্বতোভাবে বুদ্ধির সহিত ভগবদ্ধ্যানপরায়ণ হইলে ভূতসারূপ্য লাভ করে, ইহাতে আশ্চর্য্য কি?

ব্রাহ্মণ কহিলেন,—হে রাজন্! বিরক্তি ও বিবেকহেতু এই মনুষ্যশরীরও আমার গুরু হন। (১) বিরক্তির হেতু এই শরীর উৎপত্তি ও বিনাশশীল এবং নিরন্তর উত্তরোত্তর দুঃখ-বিশিষ্ট। (২) বিবেকহেতু যদিও এই দেহস্থিত চক্ষু, কর্ণ, রসনাদি ইন্দ্রিয়দ্বারা শ্রীভগবৎপ্রাপক শ্রবণকীর্ত্তনাদিময় ভক্তিযোগতত্ত্ব নির্ণয় করিতে সমর্থ হই,—তথাপি ইহাকে শৃগাল, কুক্কুরাদির ভক্ষ্য বলিয়া নিশ্চয়পূর্ব্বক অনাসক্তভাবে পৃথিবী পর্য্যটন করিতেছি। *(ক্রমশঃ)*

গৌড়ীয় দর্শনে 'দর্শন'

সংগ্রাহক ঃ শ্রীপাদ ভক্তিনিষ্ঠ মধুসূদন মহারাজ, মঠাধ্যক্ষ, বাগবাজার কলকাতা

'দর্শন' শব্দে শ্রীধর স্বামীপাদ বলেন, 'অনুভব'। পর-তত্ত্বের সাক্ষাৎকার বা তাঁর অনুভবকে 'দর্শন' আখ্যা দেওয়া হয়। আমরা দর্শন বলতে মনে করি 'দেখা'। ফলে দর্শন ক্রিয়াটি চক্ষু ইন্দ্রিয়ের কাজ হয়ে দাঁড়ায় কিন্তু 'দর্শন' শব্দের ব্যাপকার্থে আরও অধিক কিছু বোঝায় অর্থাৎ বস্তু সম্বন্ধীয় গভীর বা সূক্ষ্ম জ্ঞান বা ধারণা বিষয়টিও এসে যায়। এবং এই জ্ঞান বা ধারণা দর্শনকারীর অধিকারভেদে ভিন্নতা লাভ করে। ফলে 'দর্শন'—এই শব্দটি সাধারণ হলেও অসাধারণ। বস্তুর যথার্থ তত্ত্ব নির্ণয়কে মহাজনগণ 'দর্শন' শব্দে আখ্যা দিয়ে থাকেন এবং ঐরূপ তত্ত্ব নির্ণায়ক শাস্ত্রকে প্রকৃতপক্ষে দর্শন শাস্ত্র বলা হয়। প্রাচীন আর্য মনিষীগণ সমাধিবলে যে তত্ত্ব প্রকট করেন—সেটাই প্রকৃত দর্শন। ভারতবর্ষে এরূপ বহু দর্শনের কথা প্রচার হয়েছে। গৌড়ীয় দর্শন তাদের অন্যতম।

জগতগুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামীপাদের 'দর্শন' শব্দের যথার্থ ব্যাখ্যায় আমরা পাই। ''গৌড়ীয় দর্শনই যে দর্শন শব্দ তার অর্থ সম্ভব নয়, তা সেবার দ্যোতক। সেবার পরম প্রগাঢ়তাই যে সব চেতন বৃত্তি সর্বঙ্গীনভাবে চক্ষুস্মান হয়ে থাকে, সেই সমস্ত বৃত্তির দ্বারাই গৌড়ীয় দর্শন সম্ভব হয়।'' এই অর্থে দর্শন কেবলমাত্র চক্ষু ইন্দ্রিয়ের কার্য্য বিশেষ নয় তা সমগ্র সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই সম্ভব। যেমন ''রাজা পশ্যতি কর্ণাভ্যাম্ বলে একটা কথা আছে। তেমনি কর্ণের দ্বারা দর্শনের (সাধুকে ও ভগবানকে) কথাই বিশেষভাবে প্রযোজ্য। যেরূপ একজন ভালো রাজা তাঁর মন্ত্রী পরিষদের কথা শুনে নিজ রাজ্য সুষ্ঠভাবে পরিচালনা করেন বা দর্শন করেন। ঠিক তদ্রূপ সাধু দর্শন, সিদ্ধান্ত দর্শন বা ভগবত দর্শন কর্ণের দ্বারাই সম্ভব। এই দর্শনকে ''তাত্ত্বিক দর্শন'' বলে।

গৌড়ীয় দর্শনে 'স্বরূপ' দর্শনের কথা রয়েছে। As he is, He is not as He is conceived by man or many. অর্থাৎ যে বস্তু যা ঠিক তাই। এরই নাম 'স্বরূপ' — এই স্বরূপ দর্শন একমাত্র গৌড়ীয় দর্শনেই সম্ভব।

গৌড়ীয়গণ নির্বিশেষ দর্শক নন। আবার নির্বিশেষবাদের দর্শনকেও 'দর্শন' না বলে 'দর্শনাভাব' বা অন্ধের ন্যায় অবস্থান মাত্র বলেন। চক্ষুস্মান দর্শনে বিচিত্রতা দর্শন হয়। চক্ষুহীন ব্যক্তি দর্শনাভাবে সকলই নির্বিশেষ, নিরাকার ও অন্ধকার বলে অনুভব করে। গৌড়ীয়গণ সেবোন্মুখ বৃত্তিতে সর্বাঙ্গীনভাবে চক্ষুস্মান। তাই তাদের পাঁচ প্রকার দর্শন লক্ষ্য করা যায়। যথা ১) অর্চ্চা (বিগ্রহ) ২) অন্তর্যামী (পরমাত্মা) ৩) বৈভব (সেব্য-সেবক) ৪) ব্যুহ (বিভূ/চতুর্ভুজ দর্শন) ৫) পর/অপ্রাকৃত (চিদ্‌বিলাস) দর্শন। শ্রীল গুরু মহারাজের বাণীতে আমরা পাই—দর্শন ভক্তির একটি অঙ্গ। আবার পরমারাধ্যতম শ্রীল প্রভুপাদ বলেছেন—''আমি দ্রষ্টা নহি,—দৃশ্য'—'আমি ভোক্তা নহি, ভোগ্য'—এই বিচারের সম্পূর্ণ বিপরীত বিচারে জগৎ প্রধাবিত। জগতের ভোগী সম্প্রদায় নিজেদেরকে ভোক্তা ও দ্রষ্টা মনে করেন, ত্যাগী সম্প্রদায় উহার তিক্ত অভিজ্ঞতা হইতে তার প্রতিবাদী হয়ে ভোক্তা ও দ্রষ্টার নির্বিশেষ ভাবই চরম মনে করেন। কিন্তু প্রভুপাদের মতানুসারে 'ভোক্তার নিজেকে ভোক্তা ও দ্রষ্টা মনে করা যেরূপ অমঙ্গল, ভক্তি ও দ্রষ্টৃভাবে গলায় ফাঁসির দড়ি ঝুলিয়ে ভোক্তা ও দ্রষ্টার আত্মহত্যা অর্থাৎ নির্বিশেষ ভাব ততোধিক অমঙ্গলের পথ অতএব একমাত্র পরমভোক্তা ও পরমদ্রষ্টার (ভগবানের) ভোগ্য ও দৃশ্য হলেই জীবের চরম মঙ্গল। তাই 'আমি ভগবানকে দেখিব'—ইহার নাম সম্ভোগবাদ বা অভক্তি, আর 'আমি ভগবানকে দেখাইব,—যেরূপ দেখিতে তাহার ভাল লাগে,' ইহার নাম সেবা। আমার মনগড়া সৌন্দর্য্য তিনি দেখেন না, কিন্তু যে সৌন্দর্য্য তার ভাল লাগে তিনি তাহা দেখেন।'' (গৌড়ীয় ১১খণ্ড ২২ সংখ্যা)।

গৌড়ীয়গণ মাংসদৃক নন। ইনারা বেদদৃকগণের মধ্যে সর্বোত্তম। এই দর্শনে অমুক্তগণের যথার্থ মুক্তি এবং মুক্তগণের পরমমুক্তিরূপ চিদ্‌বিলাস সেবার কথা আছে। মহাপ্রভু প্রকটিত অচিন্তভেদাভেদ দর্শনই গৌড়ীয়দের প্রকৃত দর্শন। কৃষ্ণ অচিন্ত্যশক্তিময়ী তত্ত্ব। তিনি সর্ব ব্যাপক, সর্ব আদি, সর্ব আশ্রয়, সর্বজীবের নিয়ন্তা, অখিলরসামৃত মূর্তি ও সর্বকারণের কারণ। চিদশক্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্তি—এই তিন শক্তির দ্বারে সমগ্র প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত জগতের সৃষ্টি এবং ঈশ্বরের নিত্য ভেদাভেদ সম্বন্ধযুক্ত—যা মানব চিন্তার অতীত। শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রদর্শিত এই দর্শনের দ্বারাই জীব ভগবানের সাথে নিত্য প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হতে পারে। ❑

পরমারাধ্যতম শ্রীল গোস্বামীপাদের স্বপার্ষদ বাংলাদেশে প্রচার

সংগ্রাহক ঃ শ্রীসদানন্দ দাস ব্রহ্মচারী, কোলকাতা

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষাধারায় সমৃদ্ধ গৌড়ীয় মিশন কর্তৃক একটি প্রচার পার্টি সারা বিশ্বে প্রচার কার্য্যরত। মিশনের বর্ত্তমান আচার্য ও সভাপতি ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি সুহৃদ পরিব্রাজক গোস্বামী মহারাজের কৃপার্শীবাদে ও সেবাসচিব ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজের পরিচালনায় বিগত ১৫ ই ডিসেম্বর

হইতে ৩০শে ডিসেম্বর, ২০১৪ পর্যন্ত প্রায় ১৬ দিন ব্যাপী ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর পদাঙ্কপূত তথা গৌড়ীয় গুরুবর্গের জন্মভূমি পূর্ববঙ্গে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নাম ও বাণী প্রচারিত হয়। গত ১৫ ই ডিসেম্বর, ২০১৪ তারিখ বেলা ১২-টায় পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুদেব, সেবাসচিব ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ, ত্রিদন্ডি স্বামী ভক্তিস্নাত সজ্জন মহারাজ (বিশিষ্ট প্রচারক), শ্রীচর্তুভুজ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীচৈতন্য চরণ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীভূবনমোহন দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীপতিতপাবন দাস ব্রহ্মচারী, তিতিক্ষবকৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীশচীসূনু দাসাধিকারীকে সঙ্গে নিয়ে বুড়িমারী সীমান্ত পার হয়ে দলগ্রাম শ্রীভক্তিকেবল গৌড়ীয় আশ্রমে শুভবিজয় করেন। সেখানে সকল ভক্তগণ মাল্য, চন্দন, আরতি দ্বারা স্বপার্ষদ শ্রীল গুরুদেবকে বরণ করেন।

প্রথম দিবস ১৬।১২।২০১৪ তারিখ বাংলাদেশের শ্রীদলগ্রাম শ্রীভক্তিকেবল গৌড়ীয় আশ্রমে পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুদেব অনেক শ্রদ্ধালুজনকে হরিনাম দেন এবং শুভ সন্ধ্যায় হরিকথা ও হরিকীর্ত্তন পরিবেশন করেন সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীগণ।

দ্বিতীয় দিবস ১৭।১২।২০১৪ তারিখে সন্ধ্যাবেলা সোনারহাট চলবালা, কালীগঞ্জ লালমনিরহাট ভাগবত ধর্মসভায় প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন স্থানীয় সংসদ সদস্য নূরজ্জামান আহমেদ, বিশিষ্ট অতিথি ছিলেন মিজানুর রহমান। প্রধান বক্তারূপে শ্রীপাদ ভক্তিস্নাত সজ্জন মহারাজ 'জীবের শ্রেষ্ঠধর্ম কী'—এই বিষয়ে দার্শনিক বক্তব্য রাখেন এবং শ্রীশচীসূনু দাসাধিকারী ভগবানের ভগবত্তা বিষয়ে ভাষণ দেন। উক্ত সভায় প্রায় ১০,০০০ ভক্তের সমাগম হয়েছিল। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর মানুষ একত্রিত হয়েছিল প্রেমদাতা শিরোমনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রেমধর্মের কথা শ্রবণের জন্য।

তৃতীয় দিবস ১৮।১২।২০১৪ তারিখ দলগ্রাম দ্বিমুখী উচ্চবিদ্যালয় মাঠ প্রাঙ্গনে আয়োজিত ভাগবত ধর্মসভায় প্রধান অতিথিরূপে নূরজ্জামান আহমেদ (সংসদ সদস্য, লালমনির হাট), বিশিষ্ঠ অতিথিরূপে অধ্যাপক বিজয় কুমার (সেক্রেটারী, কালীগঞ্জ থানা আওয়ামীলীগ) আসন অলংকৃত

করেন। উক্ত সভায় প্রধান বক্তারূপে মিশনের সেবাসচিব শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ 'শ্রীচৈতন্যদেবের প্রেমধর্মের কথা ও ভাগবত ধর্মশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা' সহজ, সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যাখ্যা করেন। দ্বিতীয় বক্তা শ্রীপাদ ভক্তিস্নাত সজ্জন মহারাজ 'শ্রীমদ্ভাগবত ধর্ম্মই প্রকৃত শান্তিলাভের পথ' তা সহজ সরল ভাষায় তুলে ধরেন। 'শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেমধর্মের' কথা ব্যাখ্যা করেন শ্রীশচীসূনু দাসাধিকারী। উক্ত সভায় প্রায় ৭৫০০ ভক্তের সমাবেশ হয়।

সভায় সভাপতির আসন অলংকৃত করেন শ্রীজয়দেবচন্দ্র বর্মন। অতঃপর পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুদেবের মুখনিঃসৃত হরিকথারূপী অমৃত আর্শীবাদ বাণীর দ্বারা সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

চতুর্থ দিবস ১৯-১২-২০১৪ তারিখে হরিশ্বর কালোয়ার দাশের হাট কুড়িগ্রাম জেলায় শ্রীমতি কৃষ্ণদাসী ও শ্রীমনীন্দ্র মাস্টার ভক্ত মহাশয়ের মাঠ প্রাঙ্গনে আয়োজিত ভাগবত ধর্মসভায় শ্রীপাদ ভক্তিস্নাত সজ্জন মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত থেকে ''যস্যাং বৈ শ্রূয়মানানাং'' শ্লোকের প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যাখ্যা করেন এবং প্রধান বক্তারূপে সেবাসচিব মহোদয় ''লব্ধা সুদুর্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে'' শ্লোকের দ্বারা ''মানব জীবনের চরম সার্থকতা হরিভজনে'' এবং ''সাধুসঙ্গই পরাশান্তির লাভের একমাত্র উপায়'' সহজ, সরলভাবে ব্যাখ্যা করেন। উক্ত সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন আমানউদ্দিন আহমেদ (উপজেলা চেয়ার-ম্যান, কুড়িগ্রাম কাঠালবাড়ী), বিশেষ অতিথিরূপে বাবু নিখিলচন্দ্র ও নীলমাধব সরকার উপস্থিত ছিলেন। প্রায় ৪ হাজার ভক্তের সমাগম ঘটে। ১৯ ও ২০ ডিসেম্বর দু'দিন ব্যাপী শ্রীভক্তিকেবল গৌড়ীয় আশ্রমে সকল ভক্তগণকে নিয়ে পারমার্থিক ক্লাস করেন মিশনের সেবাসচিব শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ।

পঞ্চম দিবস ২০-১২-২০১৪ তারিখ সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত ভক্ত শ্রীমন্মথ দাস ও শ্রীনবকিশোর দাস মহাশয়ের গৃহে পরমারাধ্যতম শ্রীলগুরুদেব ও সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারীগণ হরিকথা কীর্ত্তন ও প্রসাদ সেবন করেন। অতঃপর পূর্ব নওদাবাস শ্রীভক্তিসুহৃদ গৌড়ীয় আশ্রমে হরিকথা পরিবেশন করেন শ্রীশচীসূনু দাসাধিকারী। শ্রীপাদ ভক্তিস্নাত সজ্জন মহারাজ সাধুসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণনাম ও শ্রীগৌরনামের মহিমা সম্বন্ধে আলোচনা করেন। শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ জীবের আত্মমঙ্গলের উপায়, স্ব ধর্ম ও পরধর্ম সম্বন্ধে আলোকপাত করেন। পরিশেষে সভার সভাপতি পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুদেব ''ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবঽত্র পরমো নির্ম্মৎসরাণাং সতাং'' শ্লোক অবতারণার দ্বারা বলেন ''সাধুগণের প্রদর্শিত ধর্মই ভাগবত ধর্ম।'' উক্ত সভায় প্রায় পাঁচ হাজার ভক্তের সমাগম হয়।

ষষ্ঠ দিবস ২১-১২-২০১৪ তারিখে চন্দনপাঠ রাধা-গিরিধারী ভক্তি শ্রীরূপ ভাগবত গৌড়ীয় আশ্রমে প্রথমে শ্রীশচীসুনু দাসাধিকারী ''দুর্ল্লভং মানুষং জন্ম'', ও ''ঋতের্থং যৎ প্রতীয়েত'' শ্লোকের আলোকে সংসার ও মায়া সম্বন্ধে আলোচনা করেন। শ্রীপাদ ভক্তিস্নাত সজ্জন মহারাজ শ্রীমন্মহাপ্রভুর মহাবদান্যতা ও জগাই মাধাই উদ্ধার লীলার প্রসঙ্গের দ্বারা সাধুসঙ্গের মহিমা সুন্দরভাবে বর্ণন করেন। সেবাসচিব মহোদয় শুদ্ধ কৃষ্ণনামের মহিমা বর্ণন প্রসঙ্গে শ্রীচৈতন্যদেব ও শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজের শিক্ষার কথা প্রাঞ্জল-ভাষায় ব্যক্ত করেন। প্রায় ৬০০০ ভক্ত সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

সপ্তম দিবস ২২-১২-২০১৪ তারিখে দুপুরে শ্রীপতিত-পাবন দাস ব্রহ্মচারী জন্মভিটায় স্বপার্ষদ শ্রীল গুরুদেব পদার্পণ করেন। নয়া নবদ্বীপ হরিরধাম ভাগবত ধর্মসভায় উপস্থিত ছিলেন আজিজুল ইসলাম (সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান), সভাপতিত্ব করেন শ্রীপূর্ণচন্দ্র বর্মন। উপজেলা চেয়ারম্যানও উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন। তথায় প্রায় ১২ হাজার ভক্তের সমাবেশ হয়। উক্ত সভায় ভক্তিযোগ ও সাধুসঙ্গ সম্বন্ধে বক্তব্য রাখেন শ্রীশচীসুনু দাসাধিকারী। শ্রীপাদ ভক্তিস্নাত সজ্জন মহারাজ শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজের চরিত্র অবলম্বনে মানব জীবন সুদুর্লভ ও কৌমার বয়স হতে হরিভজন করা কর্ত্তব্য এই বিষয়ে বিশদ আলোচনা করেন। সেবাসচিব শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ ''জীবস্য যঃ সংসরতো'' শ্লোক অবতারণার দ্বারা বলেন ভগবানের কথা শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি দ্বারা জীবের পরম মঙ্গললাভ হয়। পরিশেষে পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুদেবের শ্রীমুখে গদগদ কৃষ্ণকথা ও আর্শীবাণীর পর মহামন্ত্রের দ্বারা নৃত্য কীর্ত্তনের মাধ্যমে গোলকীয় বর্ণবৈচিত্রময় পরিবেশের সৃষ্টি হয়।

অষ্টম দিবস ২৩-১২-২০১৪ তারিখে সকাল ৯টায় শ্রীবিমলাপ্রসাদ প্রভুর ভজন কুটির তথা শ্রীকরুণাময় দাস ব্রহ্মচারীর জন্মভিটায় স্বপার্ষদ পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুদেব শুভবিজয় করেন সেবাসচিব মহোদয়।

''কুলং পবিত্র জননী কৃতার্থা বসুন্ধরা সা
বসতিশ্চ ধন্যা নৃত্যন্তি স্বর্গে পিতরোঽপি
তেষাং যেষাং কুলে বৈষ্ণব নামধেয়ং ॥''

উপরিউক্ত পদ্মপুরাণস্থিত শ্লোকের মাধ্যমে বৈষ্ণবের মহিমা সহজ, সরল ও সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেন এবং তথায় সকলে প্রসাদ সেবন করেন। রংপুর ময়নাকুটী ভাগবত ধর্মসভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মোঃ

সফিউর রহমান (সভাপতি রংপুর মহানগর, আওয়ামীলীগ) ও শ্রীহারাধন চন্দ্র রায় (কাউন্সিলার রংপুর মহানগর)। উক্ত সভায় সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন শ্রীচৈতন্যচরণ দাস ব্রহ্মচারী, পরে শ্রীপাদ ভক্তিস্নাত সজ্জন মহারাজ শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলা, ব্রহ্মার গোবৎস হরণলীলা, মহাপ্রভুর লীলাকথা পরিবেশন করেন। শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ জীবের সর্বশ্রেষ্ঠ কর্তব্য এবং নারদ ব্যাস সংবাদের দ্বারা গুরুর মহিমা ও সাধুদর্শনের ফল সম্বন্ধে সুদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন। সর্বশেষে পরমারাধ্যতম শ্রীলগুরুদেব রূপ-সনাতনাদি মহাজনের কথা ও কলিযুগের যুগধর্ম নামসংকীর্ত্তনের কথা ভাববিগলিত কণ্ঠে পরিবেশনের দ্বারা সকলকে আনন্দ প্রদান করেন।

নবম দিবস ২৪-১২-২০১৪ তারিখে স্বপার্ষদ শ্রীল গুরুদেব দলগ্রাম শ্রীভক্তিকেবল গৌড়ীয় আশ্রম থেকে জলঢাকা শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গৌড়ীয় আশ্রমের অভিমুখে যাত্রা করেন। আশ্রমের সেবোদ্যোগে গুরু-বৈষ্ণবগণকে পুষ্পমাল্য দ্বারা অভিনন্দন জানিয়ে ডালিয়া তিস্তা ব্যারেজ থেকে প্রায় একশত মোটর বাইক তথা প্রশাসন সহযোগে হরিসংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা সহকারে প্রায় ২৫ কিলোমিটার পর্যন্ত জলঢাকা পৌরসভা প্রদক্ষিণ ও শেষে আশ্রমে শুভাগমন করেন নগর সংকীর্ত্তন ও শোভাযাত্রাটি পরিচালনা করেন মানিক কৃষ্ণ দাস, তাপস, উমেশ, অবিনাশ আদি গৌড়ীয় যুব সংঘের শিক্ষিত স্থানীয় যুবকগণ। পথে সহস্রাধিক ভক্ত হরি-সংকীর্ত্তনের মাধ্যমে শ্রীগুরু-পাদপদ্ম ও তৎ পার্ষদগণকে আশ্রমে বরণ করেন ও শ্রীগুরুপূজা করেন। তথায় পরমারাধ্যতম শ্রীলগুরুদেবের করকমলে, সেবাসচিব মহারাজ তথা সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, ভক্তবৃন্দ ও সংসদ সদস্যের উপস্থিতিতে মূলমন্দির ও নাট্যমন্দিরের ভিক্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়। এরপর বিকাল ৩টা থেকে জলঢাকা পাইলট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠপ্রাঙ্গনে ভাগবত ধর্মসভা শুরু হয়। তথায় শ্রীশচীসুনু দাসাধিকারী; শ্রীতিতিক্ষব কৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারী 'শ্রীচৈতন্যদেবের মূল শিক্ষা ও সৎগুরুর আশ্রয়ে ভজন কর্ত্তব্য' বিষয়ে নাতিদীর্ঘ ভাষণ প্রদান করেন। মিশনের সেবাসচিব শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ শ্রীচৈতন্য-দেবের সাম্যবাদের কথা প্রসঙ্গে বলেন কেবলমাত্র শ্রীচৈতন্যদেবের প্রদর্শিত ভাগবত ধর্ম বা বৈষ্ণব ধর্মই পরাশান্তি প্রদান করতে পারে। *(ক্রমশ)*

উত্তরবঙ্গে শিলিগুড়িস্থিত শ্রীগৌড়ীয় মঠের নবনির্মিত শ্রীমন্দিরের শুভ দ্বারোদ্‌ঘাটন তথা শ্রীবিগ্রহগণের প্রবেশোৎসব

শ্রীপাদ ভক্তিস্বরূপ নারায়ণ মহারাজ, শিলিগুড়ি মঠাধ্যক্ষ

গৌড়ীয় মিশনের বর্তমান আচার্য্য ও সভাপতি ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি সুহৃদ পরিব্রাজক গোস্বামী মহারাজের আনুগত্যে ও সাক্ষাৎ উপস্থিতিতে ও মিশনের পরিচর্য্যা পরিষদের সেবোদ্যোগে শিলিগুড়িস্থিত দেশবন্ধু পাড়ায় (কীর্ত্তন মাঠে) নবনির্মিত মন্দিরে শ্রীবিগ্রহ-গণের প্রবেশোৎসব উপলক্ষ্যে গত ১লা জানুয়ারী হইতে ৩রা জানুয়ারী, ২০১৫ পর্যন্ত ত্রিদ্বিবসীয় মহোৎসব শ্রীহরি-সংকীর্ত্তন সহযোগে সুচারুরূপে অনুষ্ঠিত হয়। এতদুপলক্ষ্যে নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি কেবল ঔডুলোমি গোস্বামী মহারাজের শুভ তিরোভাব তিথিতে পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুপাদপদ্মের শ্রীকরকমলে শ্রীমন্দিরের দ্বরোদঘাটন তথা শ্রীবিগ্রহগণের প্রবেশোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই উৎসব উপলক্ষ্যে গৌড়ীয় মিশন ও তৎশাখামঠসমূহ হতে সকল সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ ভক্ত মিলে প্রায় ৫০০ জন ভক্তসমাগম হয়।

গত ১লা জানুয়ারী, ২০১৫ বৃহস্পতিবার বৈকালে পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুদেবের করকমলে ও রান্নাঘর ও শ্রীতুলসী মন্দিরের শুভ উদ্‌ঘাটন হয়। শ্রীল গুরুদেব সুসজ্জিত তুলসী মন্দিরে প্রেমভরে নীরাজন করেন।

পরদিন ২রা জানুয়ারী, ২০১৫ শুক্রবার নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি কেবল ঔডুলোমি গোস্বামী মহারাজের শুভ তিরোভাব তিথিতে সকাল হতে মঙ্গলারতি ও পরিক্রমান্তে সকাল ৭ ঘটিকায় শ্রীবিগ্রহগণ-সহ এক বিরাট নগর-সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা শিলিগুড়ি মঠ থেকে বের হয়। সহস্র সহস্র ভক্তগণের সংকীর্ত্তনের রোলে শঙ্খধ্বনি, উলুধ্বনি, জয়ধ্বনিতে আকাশ-

বাতাস মুখরিত হয়ে ওঠে। বেলা ১২ ঘটিকায় শ্রী বিগ্রহগণের শ্রীমন্দিরে প্রবেশোৎসব, অভিষেক, পূজা ও ভোগারতি মঠবাসী সকল সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও ভক্তগণের উপস্থিতিতে হরিসংকীর্ত্তন যোগে অনুষ্ঠিত হয়। বিগ্রহগণকে উত্তম উত্তম সুস্বাদু ভোগ নিবেদন করা হয়। প্রায় দুই সহস্রাধিক ভক্তের সমাগম হয়েছিল। ভোগারতি কীর্ত্তনের

পর উপস্থিত ভক্তগণকে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। তারপর বিকাল ১-২ ঘটিকায় পর্যন্ত পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরু-মহারাজের তিরোভাব তিথি পালিত হয়। পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুদেব তথা সকল সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী গৃহস্থ ভক্তগণ শ্রীগুরুমহিমা কীর্ত্তন করেন। বিকাল ৪-৮ঘটিকা পর্যন্ত মঠ সংলগ্ন ''সুব্রত সংঘ ক্লাব গ্রাউণ্ড'' এ সুসজ্জিত মঞ্চে শ্রীহরিসংকীর্ত্তন ও শ্রীভাগবত ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় ''শ্রীমন্মহাপ্রভুর দর্শনে বিশ্বভ্রাতৃত্ব'' সম্বন্ধে ভাষণ প্রদান করেন শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ (সেবাসচিব, গৌড়ীয় মিশন), শ্রীপাদ ভক্তিআচার অবধূত মহারাজ (এলাহাবাদ), শ্রীপাদ ভক্তিচারু গোবিন্দ মহারাজ (বেনারস)ও শ্রীপাদ ভক্তিস্নাত সজ্জন মহারাজ (আমেরিকা) । সভায় প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন শিলিগুড়ি জেলা আধিকারিক শ্রীসৌম্যব্রত সরকার। বিশিষ্ট অতিথি ছিলেন অধ্যাপক শ্রীকৌশিক জোয়ারদার (শিলিগুড়ি)। তিনি বৈষ্ণব দর্শন ও মায়া সম্বন্ধে তুলনামূলক আলোচনা করেন। পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুদেবের মুখনিঃসৃত গৌরপ্রেমে গদগদ বাণী সকল শ্রোতৃমণ্ডলীকে আকর্ষিত করে। সবশেষে সকল ভক্তগণের নৃত্যযোগে নামসংকীর্ত্তনের দ্বারা সভার কার্য্য সমাপ্ত হয়।

তৃতীয় দিন ৩-১-২০১৫ তারিখে সকাল ১০-১২ ঘটিকা পর্যন্ত ভাগবত ধর্মসভায় ''বিশ্বভ্রাতৃত্ব ও গুরুদেবের গুণমহিমা'' সম্বন্ধে সভায় প্রথমে হরিকথা পরিবেশন করেন শ্রীপ্রপন্নকৃষ্ণ দাসব্রহ্মচারী (কুরুক্ষেত্র), পরে বক্তব্য রাখেন শ্রীপাদ ভক্তিনিষ্ঠ ন্যাসি মহারাজ (সহ-সেবাসচিব) ও শ্রীপাদ ভক্তিনিষ্ঠ মধুসুদন মহারাজ (কোলকাতা)। উক্ত সভায় প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন IPS Officer **শ্রীজগমোহন**। বিশিষ্ট অতিথি ছিলেন প্রফেসর ডঃ রঘুনাথ ঘোষ। তিনি চৈতন্যদেবের অচিন্ত্যভেদাভেদ দর্শন সহ মহাপ্রভুর দর্শনে বিশ্বভ্রাতৃত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করেন। শিলিগুড়ি মঠাধ্যক্ষ শ্রীপাদ ভক্তিস্বরূপ নারায়ন মহারাজ কৃষ্ণের সংসার ছাড়া এই জড় সংসারের অনিত্যতা প্রসঙ্গে শাস্ত্রীয় ভাষায় সুন্দর ভাষণ প্রদান করেন। এরপর মিশনের সেবাসচিব শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ গৌড়ীয় মঠ ও শ্রীল প্রভুপাদের অবদান সম্বন্ধে সুগভীর তত্ত্ব আলোকপাত করেন। সর্বশেষে শ্রীল গুরুদেব মঠে অধিষ্ঠিত

শ্রীবিগ্রহ রাধাগোকুলানন্দের মাধুর্য্য বর্ণন করে হৃদয়গ্রাহী ভাষণ ও হরিভজনের উপদেশের দ্বারা শ্রোতৃভক্তমণ্ডলীদের প্রতি কৃপাশীর্বাদ প্রদান করেন। অন্তে বাউল সংগীত ও নৃত্যযোগে মহামন্ত্র কীর্ত্তনের মাধ্যমে বৃন্দাবনের গৌর রাধাগোকুলানন্দের গোলকীয়ভাব মাধুর্য্য ফুটিয়ে তুলে ভাগবত ধর্মসভার সমাপ্তি হয়।

চতুর্থ দিন ৪-১-২০১৫ তারিখ মঠে শ্রীগুরুপূজা অনুষ্ঠিত হয়। তথায় শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ, শ্রীপাদ ভক্তিচারু গোবিন্দ মহারাজ (বেনারস) এবং শিলিগুড়ি মঠাধ্যক্ষ শ্রীপাদ ভক্তিস্বরূপ নারায়ণ মহারাজ গুরুমহিমা কীর্ত্তন করেন। উৎসবটি মঠাধ্যক্ষ শ্রীপাদ নারায়ণ মহারাজ তথা ব্রহ্মচারীগণের নিরলস প্রচেষ্টায় সুসম্পন্ন হয়েছে। ❑

আমলাজোড়া মঠে কম্বল বিতরণ শিবির

গৌড়ীয় মিশনের অন্যতম শাখা আমলাজোড়া শ্রীপ্রপন্নাশ্রম মঠে মিশনের পরিচর্যা পরিষদের সেবোদ্যোগে গত ১১ই জানুয়ারী, রবিবার, ২০১৫ এক কম্বল বিতরণ অধ্যুষিত অঞ্চল থেকে প্রায় ৪৫০ জন অতি দরিদ্র ও দুঃস্থ মানুষদের শীতকালীন কম্বল বিতরণ করা হয়। এই কম্বল বিতরণ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন বন্ধু ও ভক্তচতুষ্টয়

শিবির খোলা হয়। আমলাজোড়া মঠাধ্যক্ষ শ্রীপাদ ভক্তিনিষ্ঠ নিমি মহারাজ ও কোলকাতা মঠাধ্যক্ষ শ্রীপাদ ভক্তিনিষ্ঠ মধুসূদন মহারাজের পরিচালনায় আমলাজোড়া উত্তর ও দক্ষিণ, বাবনাবেড়া, মুবারকগঞ্জ, ন পাড়া, কাটেন, রাজবাঁধ, নতুনগ্রাম, বিহারপুর ও সোবান আদি দশটি আদিবাসী শ্রীসুভাষ আগরওয়াল, শ্রীপ্রেমপ্রকাশ আগরওয়াল, শ্রীশংকরলাল আগরওয়াল, শ্রীসন্তোষ গোয়েঙ্কা আদি। মিশনের পক্ষ থেকে শ্রীভাস্কর দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীসত্যনারায়ণ গোয়েল, শ্রীনরেন্দ্র সাহা আদি অংশগ্রহণ করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে গ্রামবাসীগণের মধ্যে প্রবল উৎসাহ দেখা যায়। ❑

২৪-পরগনায় একটি নিঃশুল্ক স্বাস্থ্য শিবির

কোলকাতাঃ বাগবাজার গৌড়ীয় মিশনের উদ্যোগে গত রবিবার, ইংরেজী ২১শে ডিসেম্বর, ২০১৪ দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার রঘুনাথপুরে এক স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয়। কলকাতার বিশিষ্ট চিকিৎসক ডঃ পি. আর. রায়চৌধুরী শতাধিক অসুস্থ মানুষের স্বাস্থ্য পরীক্ষা

করে চিকিৎসার বিধান করেন। মিশন হতে শ্রীপাদ ভক্তিনিষ্ঠ মধুসূদন মহারাজ সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন এবং গৃহস্থ ভক্ত শ্রীকাশীনাথ রায় সহযোগিতা করেন।

স্থানীয় ভক্ত শ্রীবলাই চাঁদ রায়ের উৎসাহ উদ্দীপনায় অনুষ্ঠানটি সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন হয়েছে। ❑

Registered : KOL RMS/35/2013-2015

Date of Publication on 02/02/2015

SRI BHAKTIPATRA
PRINTED RELIGIOUS BOOK

PRINTED and PUBLISHED by Sri B. N. Nyasi Maharaj on Behalf of Gaudiya Mission Printed at Sri Bhagabat Press, 16A, Kali Prasad Chakraborty Street, Baghbazar, Kolkata - 700 003, and Published from 16A, Kali Prasad Chakraborty Street, Kolkata - 700 003
Editor : Sri B. B. Parjatak Maharaj
R.N.I - 24718/73

এ বৎসরের নতুন প্রকাশন

গৌড়ীয় মিশন হইতে শ্রীমৎ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবতম্ দ্বাদশ খণ্ডে নূতন প্রকাশিত হইতে চলিতেছেন। ইতিপূর্বে ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ, ৭ম, ৮ম, ৯ম, ১০ম (ব্রজলীলা), ১২শ খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। শীঘ্র সংগ্রহ করুন।

বিঃ দ্রঃ- পুরানো শ্রীমদ্ভাগবতম্ ৫০ শতাংশ ছাড়ে দেওয়া হইতেছে। অতি শীঘ্র সংগ্রহ করুন।

নিয়মাবলী

১। শ্রীভক্তি-পত্র পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা। বৎসরের ১২ সংখ্যায় প্রকাশিত হইবেন। শ্রীকৃষ্ণ-জয়ন্তীর দিন হইতে বৎসরারম্ভ।

২। শ্রীভক্তি-পত্রের বার্ষিক ভিক্ষা ৮০.০০ (আশি টাকা) মাত্র এবং উহা অগ্রিম দেয়। প্রতি সংখ্যার ভিক্ষা ৭.০০ (সাত টাকা মাত্র)।

৩। বৎসরের যে কোন সময় হইতে গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হওয়া যায়। গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত থাকিতে অনিচ্ছুক হইলে দুইমাস পূর্বে সম্পাদককে জানাইতে হইবে।

৪। নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই নূতন বৎসরের জন্য ভিক্ষা অগ্রিম পাঠাইয়া অনুগৃহীত করিবেন।

৫। শ্রীভক্তি-পত্র ইংরাজী মাসের চতুর্থ সপ্তাহের মধ্যে না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে অনুসন্ধান করিবেন ও ফলাফল কার্য্যালয়ে জানাইবেন।

৬। ঠিকানা পরিবর্তন করিলে যথা সময়ে শ্রীভক্তিপত্র কার্য্যালয়ে জানাইবেন। পত্রাদি ব্যবহারের সময় গ্রাহক নং উল্লেখ করিবেন।

৭। শ্রীভক্তি-পত্রে প্রকাশের জন্য প্রবন্ধাদি নকল রাখিয়া পাঠাইবেন। অমনোনীত লেখা ফেরৎ পাঠানো হয় না। প্রয়োজনবোধে লেখার কিছু অদল বদল গ্রাহ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে।

৮। পত্রোত্তর পাইতে হইলে প্রায়োজনীয় ডাক টিকিট পাঠাইবেন অথবা রিপ্লাই পোস্টকার্ডে লিখিবেন।

৯। শ্রীভক্তি-পত্রের ভিক্ষা ও পত্রাদি সরাসরি শ্রীভক্তি-পত্রের কার্য্যালয়ে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইবেন, অন্যথায় ভিক্ষাদির অপ্রাপ্তি বিষয়ে কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকিবেন না।

Address :
In-Charge,
Sri Bhaktipatra Office
Gaudiya Mission
16A, Kaliprasad Chakraborty Street
Baghbazar, Kolkata - 700 003
Mob. : 9903615586, 8420692952
E-mail : gaudiya@gaudiyamission.org
Visit us : www.gaudiyamission.org